প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৯ ◆ ২৬ মে- ০১ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
মে মাস: মা মারীয়ার মাস

পবিত্র আত্মার মৃদু সমীরণ
ত্রি-পুরুষ ঈশ্বর

খ্রিস্ট মণ্ডলীর মা ধন্যা কুমারী মারীয়া

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রাণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা
- উত্তরবঙ্গে ভাওয়াল খ্রিস্টান জনপদ
- গীতাবলী
- ভক্তিপুষ্প
- শেকড়ের অন্বেষণে পূর্ববঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম
- বিশ্বাস ও জীবন
- তুমি আছো, আমি আছি

অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube: youtube.com#@weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ১৯
২৬ মে - ১ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১২ - ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

পবিত্র ত্রিত্বের আদর্শ প্রতিফলিত হোক পরিবারগুলোতে

বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্য দিয়ে মানব জীবন পরিচালিত হয়। সুখী ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবনে বিশ্বাস একটি অপরিহার্য উপাদান। মানব জীবনে অনেক কিছুতে যেমন যুক্তির যথার্থতা প্রয়োজন তেমনি যুক্তির ঊর্ধ্বেও অনেক ঘটনা সংঘঠিত হয়। যা গ্রহণ ও অনুভব করতে বিশ্বাস প্রয়োজন। তাই মানব জীবনে বিশ্বাসের স্থান অন্যতম। বিশ্বাস ছাড়া সঠিকভাবে মানুষও হওয়া যায় না। ধর্মকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের জীবন আবর্তিত হয় বলে ধর্মের ভিন্নতার কারণে বিশ্বাসের ভিন্নতা রয়েছে। কেউ দেখে বিশ্বাস করে আবার কেউ বিশ্বাস করে দেখে। খ্রিস্টধর্মে দৃশ্য-অদৃশ্য উভয় বাস্তবতায় বিশ্বাস করার বিষয়টি বিদ্যমান।

যিশুকে অনুসরণকারী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসীয় জীবনের কেন্দ্রিয় বিষয় হলো ত্রিত্ববাদ। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে পবিত্র ত্রিত্ব গঠিত। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। তারা বিশ্বাস করে এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে এক ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির সময় এক ঈশ্বর হিসেবে তারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ত্রিব্যক্তিক এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস-ই খ্রিস্টধর্মের গভীর ও মৌলিক রহস্য। এক ঈশ্বরের মধ্যেই ত্রি-ব্যক্তির অবস্থান মানবীয় যুক্তি-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে হলেও উপলব্ধির বাইরে নয়। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিন বাস্তবতা হয়েও এক ঈশ্বর। একতা ও ভালোবাসার কারণেই পবিত্র ত্রিত্ব আলাদা আলাদা হয়েও অভিন্ন। পবিত্র ত্রিত্বের কাজের ভিন্নতা আছে কিন্তু কোনো বিরোধিতা নেই। কেননা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান তাদেরকে এক করে রেখেছে। পবিত্র ত্রিত্বের নামে যে খ্রিস্টীয় জীবন শুরু করে খ্রিস্টানেরা; সে-ই খ্রিস্টানদের জন্য ত্রিত্বীয় জীবনের গুণাবলী; যথা- ভালোবাসা, একতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বৈচিত্র্যতা ও বিভিন্নতাকে গ্রহণ ও সমতার মূল্যবোধ চর্চা করা কত না আবশ্যক। এই গুণগুলো যখন সকল মানুষ চর্চা করবে তখন জগৎ ও জীবন উত্তম হয়ে ওঠবে। জগৎ ভালো থাকলে মানুষও ভালো থাকতে পারবে। তবে জগতকে ভালো রাখার কাজটি মানুষকেই করতে হবে।

এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি- ত্রিত্ববাদের এই ধারণা বেশিরভাগের কাছে দুর্জ্ঞেয় মনে হলেও তা বোধগম্য। আমরা আমাদের পরিবার ও সমাজ জীবনের দিকে মনোযোগ দিলেই তা খুব সহজেই বুঝতে পারি। পবিত্র ত্রিত্বের আদর্শেই পিতা, মাতা ও সন্তান আলাদা হয়েও একটি পরিবার গড়ে তুলেন। পিতা, মাতা ও সন্তান আলাদা আলাদা হয়েও একত্রে পরিবারের কাজ করেন। পবিত্র ত্রিত্ব পরিবারে মূর্তমান হন। পরিবারের জন্য তা কতো না আনন্দের। পরিবারগুলোর আদর্শ পবিত্র ত্রিত্ব। আর তাই আমাদের পরিবারগুলোকে হয়ে ওঠতে হয় ভালোবাসা, একতা ও সম্প্রীতির চর্চাকেন্দ্র। খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোতে ভালোবাসা, একতা, পারস্পরিক সম্মান, সহভাগিতা, সমতা ও সহযোগিতামূলক মূল্যবোধগুলোর বাস্তব প্রকাশ দেখেই অনেকে অদৃশ্য ত্রিত্বময় পরমেশ্বরকে চিনতে পারবে।

যিশু, মারীয়া ও সাধু যোসেফ মিলে যে পরিবার গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল পবিত্র ত্রিত্বের আদর্শে গড়া। চরম দারিদ্র ও অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ছিল একতা, সহযোগিতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ, শ্রদ্ধা, আনুগত্য ইত্যাদি। নাজারেথের সেই দারিদ্রক্লিষ্ট পরিবারের মতো আমাদের পরিবারগুলোতেও আমরা প্রতিনিয়ত ত্রিত্বীয় মূল্যবোধগুলো অনুশীলন করতে পারি। আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা একতার পরিবর্তে এককেই থাকতে পছন্দ করছি, মিলন নয় কোন্দলকেই বজায় রাখতে চাচ্ছি, কথাতে সমতা ও সম্মানের বাড়াবাড়ি করলেও বাস্তবে বৈষম্য ও অন্যদের ছোট করে ত্রিত্বীয় আদর্শের পরিপন্থী কাজ করছি। †

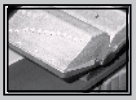

"স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর ; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা - নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি – যুগান্ত পর্যন্ত। (মথি ২৮ : ১৮ -২০)

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

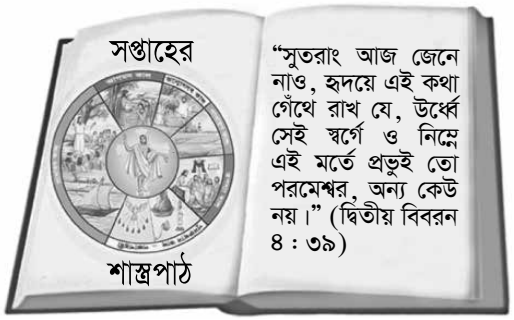

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ মে - ০১ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৬ মে, রবিবার
পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
২ বিব ৪: ৩২-৩৪, ৩৯-৪০, সাম ৩৩: ৪-৬, ৯, ১৮-২০, ২২, রোমীয় ৮: ১৪-১৭, মথি ২৮: ১৬-২০

২৭ মে, সোমবার
ক্যান্টারবারীর সাধু আগস্টিন, বিশপ
১ পিত ১: ৩-৯, সাম ১১১: ১-২, ৫-৬, ৯-১০, মার্ক ১০: ১৭-২৭

২৮ মে, মঙ্গলবার
১ পিত ১: ১০-১৬, সাম ৯৮: ১-৪, মার্ক ১০: ২৮-৩১

২৯ মে, বুধবার
সাধু ষষ্ঠ পল, পোপ
১ পিত ১: ১৮-২৫, সাম ১৪৭: ১২-১৫, ১৯-২০, মার্ক ১০: ৩২-৪৫

৩০ মে, বৃহস্পতিবার
১ পিত ২: ২-৫, ৯-১২, সাম ১০০: ১-৫, মার্ক ১০: ৪৬-৫২

৩১ মে, শুক্রবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎ, *পর্ব*
জেফা ৩: ১৪-১৮ (বিকল্প: রোম ১২: ৯-১৬), সাম ইসা ১২: ২-৬, লুক ১: ৩৯-৫৬

০১ জুন, শনিবার
সাধু জাষ্টিন, সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*
যুদ ১৭, ২০-২৫, সাম ৬৩: ১-৫, মার্ক ১১: ২৭-৩৩
অথবা
১ করি ১: ১৮-২৫, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, মথি ৫: ১৩-১৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ মে, রবিবার
+ ১৯৪৮ ফা. রর্বাট ওয়েচুলিস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফা. উইলিয়াম মনাহান, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ ফা. জুসেপ্পে মিলোজ্জী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সি. জুভান্না তুর্কোনি, এসসি (খুলনা)
+ ২০০১ সি. নভিস রেখা রুথ মিনজ, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ মে, সোমবার
+ ১৯৮২ সি. ব্লাঙ্কে, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

২৮ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৭ সি. মাওরিনা রস্সিনি, এসসি
+ ১৯৭৯ ফা. জর্জ আন্ডাচেরী (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সি. ভিক্টোরিয়া মারান্ডী, সিআইসি (দিনাজপুর)

৩০ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৯ সি. মেরী ট্রিজা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ সি. মেরী বার্কমান্স তামাং, আরএনডিএম
+ ২০১৪ ফা. পিয়ের বেনোয়া, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২১ সি. মেরী মিরিয়াম, এসএমআরএ (ঢাকা)

৩১ মে, শুক্রবার
+ ১৯৯১ ফা. এরনেস্তো লুভিয়ে, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সি. সিলভিয়া গাল্লিনা, এসসি (দিনাজপুর)

০১ জুন, শনিবার
+ ১৯৯১ ফা. কার্লো মেনাপাচে, পিমে

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭৩৬ প্রতিটি ক্রিয়া যখন স্বেচ্ছায় করা হয় তখন ক্রিয়া-সম্পাদনকারীর প্রতি তার দায়-দায়িত্ব আরোপিত করা হয়; বাগানে পাপ করার পর প্রভু নারীকে জিজ্ঞেস করলেন: "তুমি এ কী করলে?" কাইনকেও তিনি এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। প্রবক্তা নাথানও ঠিক এভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন রাজা দাউদকে, যখন তিনি উরিয়ার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলেন ও উরিয়াকে হত্যা করিয়েছিলেন।

কোন ক্রিয়া পরোক্ষভাবে স্বেচ্ছাকৃত হতে পারে, যখন উক্ত ক্রিয়াটি সাধিত হয় এমন অজ্ঞতাবশতঃ যা তার জানা বা করা উচিৎ ছিল: উদাহরণস্বরূপ ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনা।

১৭৩৭ ক্রিয়ার ফল সহ্য করা যেতে পারে, যদিও ক্রিয়াটি সম্পাদনকারীর ইচ্ছাকৃত ছিল না; উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থ সন্তানের পরিচর্যা করতে গিয়ে মায়ের ক্লান্তি। একটি ক্রিয়ার মন্দ ফল কারো প্রতি আরোপ করা যায় না, যদি ঐ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য অথবা উপায় কোনটাই ক্রিয়া-সম্পাদনকারীর ইচ্ছাকৃত না হয়ে থাকে, যেমন, বিপদ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেরই মৃত্যু হওয়া। কোন মন্দ ক্রিয়ার ফল কারো প্রতি আরোপিত করতে হলে, সে সম্বন্ধে ক্রিয়া- সম্পাদনকারীর পূর্বজ্ঞান থাকতে হবে, এবং পরিহার করার সম্ভাবনা তার থাকতে হবে, যেমন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কতৃর্ক গাড়ী চালনার ফলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু।

১৭৩৮ মানব ব্যক্তিদের সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীনতার অনুশীলন ঘটে। ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, প্রত্যেক মানবব্যক্তির প্রকৃতিগত অধিকার রয়েছে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি পাওয়ার। একে অন্যকে সম্মান করা সকলের কর্তব্য। স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার, বিশেষতঃ নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে, মানব ব্যক্তির মর্যাদার একটি অপরিহার্য দাবি। সর্বসাধারণের কল্যাণ ও নাগরিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার সীমানার মধ্যে এই অধিকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত ও রক্ষিত হতে হবে।

॥ খ ॥ পরিত্রাণ-পরিকল্পনায় মানবীয় স্বাধীনতা

১৭৩৯ স্বাধীনতা ও পাপ। মানুষের স্বাধীনতা সীমিত ও ভ্রমশীল। বাস্তবে, মানুষ ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনভাবেই সে পাপ করেছে। ঈশ্বরের প্রেমের পরিকল্পনা প্রত্যাখান ক'রে সে নিজেকে প্রতারণা করেছে ও পাপের দাস হয়েছে। এই প্রথম বিচ্ছিন্নতা আরও অনেক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে। শুরু থেকেই মানব ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মানুষের অন্তর থেকে জাত এই শোচনীয় অবস্থা ও নির্যাতন এসেছে তার স্বাধীনতা অপব্যবহারেরই ফলে।

১৭৪০ স্বাধীনতার প্রতি হুমকি। স্বাধীনতা ব্যবহারের অর্থ বলতে সব-কিছু বলা বা করার অধিকার নয়। এমন মত পোষণ করা ভুল যে, "এই স্বাধীনতার কর্তা" মানুষ "এমন একজন ব্যক্তি যে পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী, এবং যার পরম লক্ষ্য হচ্ছে পার্থিব সম্পদ ভোগের মধ্য দিয়ে তার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা।" উপরন্তু, ন্যায়ভাবে স্বাধীনতা ব্যবহারের জন্য যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন, তা প্রায়ই অবজ্ঞা বা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এই অন্ধতা ও অন্যায় পরিস্থিতি নৈতিক জীবনের ক্ষতি সাধন করে, এবং সবল ও দুর্বল উভয়কেই বিরুদ্ধে পাপের প্রলোভনে জড়িত করে। নৈতিক নিয়ম থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে মানুষ তার নিজের স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে, নিজের মধ্যে নিজেই বন্দী হয়ে যায়, প্রতিবেশীসুলভ সাহচর্য ভেঙ্গে ফেলে, ও ঐশ সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

১৭৪১ স্বাধীনতা ও পরিত্রাণ। তাঁর গৌরবময় ক্রুশের দ্বারা খ্রীষ্ট সব মানুষের জন্য পরিত্রাণ জয় করেছেন। তিনি সেই পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন যা তাদেরকে বন্দীদশায় আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল। "স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন।" তাঁর মধ্যেই আমরা সত্যের সঙ্গে একাত্ম, যে "সত্য (আমাদের) মুক্ত করবে।" পবিত্র আত্মাকে আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে এবং প্রেরিতদূত শিক্ষা দিচ্ছেন, "প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা।" ইতিমধ্যেই আমরা "ঈশ্বর-সন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায়" অংশগ্রহণ করছি।

ফাদার সজল আন্তনী কস্তা

পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব

দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩২-৩৪, ৩৯-৪০

সাম ৩৩: ৪-৫বি, ৯, ১৮-১৯, ২০, ২২

রোমীয় ৮: ১৪-১৭

মথি ২৮: ১৬-২০

একদিন সাধু আগষ্টিন পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যময় বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন অবস্থায় সমুদ্র তীরে ঘুরছেন। একসময় তিনি সেখানে একটি শিশুকে লক্ষ্য করলেন যে কিনা একটি ছোট্ট পাত্রে করে সমুদ্রের পানি এনে একটি গর্তে রাখছে। "তুমি এখানে কি করছ?" সাধু আগষ্টিন জিজ্ঞেস করল। শিশুটি তখন বলল যে আমি এই বিশাল সমুদ্রের পানি সম্পূর্ণ এনে আমার এই ছোট্ট গর্তের মধ্যে রেখে দিব। সাধু হাসতে হাসতে তখন শিশুকে বলল তুমি এভাবে কখনো তা করতে পারবে না। শিশুটি তখন দাঁড়ালো এবং বলল, আপনিও আমার মতো একই কাজ করছেন। আপনার ছোট্ট বুদ্ধি দিয়ে আপনি কিভাবে পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য আবিষ্কার করতে পারেন?

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আসলে এই ত্রিত্বের রহস্য পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা যে এক ঈশ্বর এই রহস্য কেউ কোনদিন পরিপূর্ণ ভাবে আবিষ্কার করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বিষয় যা আমাদের খ্রিস্ট মণ্ডলীর বিশ্বাসের নিগূঢ় রহস্য। খ্রিস্টীয় শিক্ষা অনুসারে আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর এক এবং সেই এক ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। পিতা ঈশ্বর হলেন এই বিশ্ব ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা; পুত্র ঈশ্বর হলেন ত্রিভূবনের মুক্তিদাতা; পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হলেন আমাদের সকল কিছুর জীবনদাতা, আমাদের সর্ব মঙ্গলের উৎস। এই ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে যে পরিবারটি গঠিত তা হল খ্রিস্টীয় পরিবার। খ্রিস্টীয় পরিবারের মূল আদর্শ হলেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট। যার মধ্য দিয়ে একটি পরিবার পরিচিত হয় খ্রিস্টীয় পরিবার হিসেবে।

আজকের প্রথম পাঠে দ্বিতীয় বিবরণ থেকে দেখি ইস্রায়েল জাতির জন্য ঈশ্বরের কত ভালবাসা, তাদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সময়ে ঈশ্বর তাদের পাশে থেকেছেন এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। এখানে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা আমরা উপলব্ধি করি। দ্বিতীয় পাঠে রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্রের মধ্য দেখতে পাই যে যদি আমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই পথ চলি তবেই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হতে পারব আর সেই সাথে একদিন আমাদের যা কিছু পাবার কথা তা পাবার অধিকার আমাদের আছেই। মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখতে পাই যে যিশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিচ্ছেন যে তারা যেন সকল জাতির মানুষের কাছে তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচার করেন এবং সবাইকে দীক্ষাস্নাত করেন- পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। আজকের এই তিনটি পাঠেই দেখি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ভূমিকা। ঈশ্বরের ভালবাসা, পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তা ও পুত্র যিশুর নির্দেশ বাণী যেন সকল মানুষকে খ্রিস্টের পথে নিয়ে আসতে পারি। যিশুর দেয়া নির্দেশ বাণী পূর্ণ করার জন্য আমরা প্রত্যেকেই আহূত আমাদের দীক্ষাস্নানের গুনে যা আমরা পেয়েছি আমাদের রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে।

ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি, তার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেখানে আমরা কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই তা হল- একতা, মিলন, বিশ্বাস, সুসম্পর্ক, পারস্পরিক সমর্থন, ভালবাসা। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে রয়েছে একতা। যার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই ঐশরিক ভালবাসা। এখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁরা পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। "আমি আর আমার পিতা এক" *(যোহন ১১:৩০)*।

মিলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের কার্যকলাপের মধ্যে দেখতে পাই। এই মিলন হলো শক্ত একটি ভিত্তি। যার মধ্যদিয়ে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক বিরাজমান। তাই তিনি বলেছেন, " পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাও আর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত কর"*(মথি ২৮: ১৯)*।

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মধ্যে একটি বিষয় খুব গভীর ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তা হল বিশ্বাস। এখানে আমরা কোন ভাবেই তাঁদের কোন কার্যক্রমের মধ্যে সন্দেহ করতে বা বিশ্বাসের অভাব দেখতে পাই না। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর তাঁদের বিশ্বাসে অধীর ও অবিচল।

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে এক গভীর ভালবাসার সম্পর্ক। যে ভালবাসা হল স্বর্গীয় আভায় পরিপূর্ণ। এই ভালবাসার মধ্যে কোন জাগতিকতার ছোঁয়া নেই। কোন ধরণের মলিনতার ছায়া আক্রমণ করতে পারে না। এ ভালবাসা পুত পবিত্র, ছলনাবিহীন, নিষ্কলঙ্ক-নিষ্পাপ।

আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন শুরু হয়েছে এই ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের নামে আর হা হলো, আমরা সবাই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত হয়েই খ্রিস্ট ধর্মে প্রবেশ করেছি। খ্রিস্ট বিশ্বাসের আলোকে যে পরিবার জীবন-যাপন করে এবং খ্রিস্ট যাদের ধ্যান-জ্ঞান, খ্রিস্টকে কেন্দ্র করে যাদের পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রকাশ পায় ঐ পরিবার হল খ্রিস্টীয় পরিবার।

কোন পরিবার যদি সত্যিই খ্রিস্টীয় পরিবার হয় তাহলে তাদের যে জীবনাচরণ হবে তা অখ্রিস্টান পরিবার বা অন্য পরিবারগুলো থেকে পার্থক্য হতে বাধ্য। এই পার্থক্য হওয়াটাই হল খ্রিস্টীয় পরিবারের স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যেখানে স্বয়ং ত্রিত্ব পরমেশ্বরের বৈশিষ্ট্য, নাজারেথের পবিত্র পরিবারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তা হল ত্রিত্ব পরমেশ্বরের আবাস বা সিংহাসন। সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি যে, খ্রিস্টীয় পরিবার হল পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে গঠিত পবিত্র ত্রিত্বের স্থায়ী সিংহাসন।

যে পরিবারের মধ্যে ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের আশীর্বাদ থাকে সে পরিবার আদর্শ পরিবারের ন্যায় জীবন-যাপন করবে। সেখানে থাকবে পারস্পরিক সম্মানবোধ, প্রার্থনাপূর্ণ জীবনাচরণ, পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সুসম্পর্ক, ক্ষমার আলোতে জীবন যাপন, ভালবাসায় পরিপূর্ণ জীবন, মানুষের তরে সেবায় ব্রতী জীবন, পবিত্র ধর্মিষ্ঠ জীবন-যাপন।

ত্রিত্বময় পরমেশ্বরের মধ্যে যে একতা আমরা লক্ষ্য করি তা যেন আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে বিরাজমান হয়। সমস্ত রেষারেষি, ভেদাভেদ ভুলে যেন খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পবিত্র ত্রিত্বের এই মহাপর্ব দিবসে পবিত্র ত্রিত্বের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যেন আরো গভীর হয় এবং পরিবার, সমাজ ও খ্রিস্টমণ্ডলী সামগ্রিক ভাবে আমরা যেন খ্রিস্টের বাণী প্রচারে আরো যোগ্য কর্মী হতে পারি। সবাইকে যেন ঈশ্বরের পথে নিয়ে আসতে পারি॥

পবিত্র আত্মার মৃদু সমীরণ

সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ

পবিত্র আত্মা হলেন পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বত্তা, যিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর। পবিত্র আত্মার মৃদু সমীরণ সৃষ্টিকাজে, আমাদের জীবনে, আমাদের ব্যক্তিসত্তায় প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু অবচেতন থাকি বিধায় তা অনুভব করতে পারি না। পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বরের পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মার অবদান আমরা দেখতে পাই সৃষ্টি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত। "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপর ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থান করতেছিলেন" *(আদিপুস্তক ১:১-২)*। সদাপ্রভু মৃত্তিকার ধুলিতে আদমকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল *(আদিপুস্তক ২:৭)*। "তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের আত্মা আমাকে রচনা করিয়াছেন" *(ইযোব ৩৩:৪)* কাজেই বলতে পারি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই পিতা ঈশ্বর বিশ্ব ভ্রমাণ্ড ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

যিশুর জন্ম পবিত্র আত্মার প্রভাবে। "পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি" *(লুক ১:৩৫)*। পবিত্র আত্মা ও মা মারীয়ার আধ্যাত্মিক মিলনের ফলেই প্রভু যিশুর জন্ম। যিশু তার জীবনকালে অনেক আশ্চর্যকাজ করেছেন পবিত্র আত্মারই শক্তিতে। পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বর উভয়ই সৃষ্টিকাজ ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে। বিশ্বের প্রতিটি কাথলিক দেশে, প্রতিটি গীর্জায় খ্রিস্টযজ্ঞের বেদীতে পবিত্র আত্মার শক্তিতে যাজকের মাধ্যমে রুটি ও দ্রাক্ষারস যিশুর দেহ ও রক্তে রুপান্তরিত হচ্ছে প্রতিদিন ।

পবিত্র আত্মা অনুগ্রহের আকর। নব জন্ম দান করা তাঁর কাজ। তাঁকে অনুগ্রহের আত্মা *(হিব্রু ১০:২৯)* এবং সত্যের আত্মা *(যোহন ১৪:১৭)* নামেও ডাকা হয়। আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। "তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির; ঈশ্বরের সেই পরম আত্মা যিনি, তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন। কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বরও তাঁকে ধ্বংস করবেন; কারণ ঈশ্বরের মন্দির যে পবিত্র- আর তোমরা হলে তাঁর সেই মন্দির" *(১ম করি ৩: ১৬-১৭)*। ঈশ্বরের এই পবিত্র মন্দিরকে অর্থাৎ নিজেদের দেহকে পবিত্রভাবে রক্ষা করা প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব। যিশু বলেন, বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে বয়ে যায়, আমরা তার শব্দ শুনতে পাই, কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে তাতো বুঝতে পারি না *(যোহন ৩:৮)* পবিত্র আত্মাও তেমনি আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন যা আমরা সব সময় বুঝতে পারি না, কিন্তু সচেতন থাকলে অনুভব করতে পারি। আমার জীবনে পবিত্র আত্মার অবদানের কয়েকটি ঘটনা সহভাগিতা করছি।

১ম ঘটনা: এসএসসি পরীক্ষার পর সিস্টারদের সহায়তায় বুঝতে পারলাম, ব্রতীয় জীবনে আমার আহ্বান আছে। কিন্তু কোন সংঘে যোগ দেব তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। পবিত্র আত্মার সাহায্য চাইলাম এবং তাঁর উপর ভরসা রেখে একই দিনে তিনটি চিঠি লিখে তিনটি সংঘে প্রেরণ করলাম; আর মনে মনে বললাম, যে সংঘ থেকে আগে ডাক আসবে বুঝে নেব যিশু আমাকে সে সংঘে ডাকছেন। এসএমআরএ সংঘ থেকে আগে ডাক আসলো আর আমার বুঝতে বাকী রইল না, কোথায় আমার আহ্বান, এতো পবিত্র আত্মারই কাজ।

২য় ঘটনা: তেজগাঁও কলেজ থেকে বিএসসি করেছি। ছাত্রদের শিক্ষা সফরের জন্য দল ভাগ করে দেওয়া হলো। আমাদের দল যাবে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে, হোটেলে থাকতে হবে। এখন থেকে ৩২ বছর আগের কথা, একজন ব্রতধারিণী হয়ে তখন ছেলেদের সাথে শিক্ষাসফরে যাওয়া, হোটেলে থাকা, এ যেন ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা, চিন্তাই করা যায় না। বন্ধুদের বললাম, তোমরা যাও, তোমাদের রিপোর্ট আমাকে দেবে, আর আমি কপি করে জমা দেব। যেমন বলা তেমন কাজ। বন্ধুদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে প্রস্তুত করে জমা দিলাম, সেটির উপর ফাইনাল পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া হবে। সমস্যা হলো ভাইভা পরীক্ষায়, কথায় বলে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।" আমার রিপোর্ট দেখে সেখান থেকে একটি প্রশ্ন করা হলো, যার উত্তর আমার জানা ছিল না। পবিত্র আত্মাকে বললাম, তুমি এর উত্তর বলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র আত্মা আমার মুখে সঠিক উত্তর যুগিয়ে দিলেন, আমি সঠিক উত্তর দিতে পারলাম।

৩য় ঘটনা: বি এড পরীক্ষা লিখছি। 'শিক্ষা মনোবিজ্ঞান' ও 'শিশুর ক্রমবিকাশ' এই দুইটি সাবজেক্টে কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর একই। একটি প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে অনেক সুন্দর করে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখলাম। দুইদিন পর ছিল শিশুর ক্রমবিকাশ পরীক্ষা, একই প্রশ্নের উত্তর একইভাবে লিখতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু এক প্যারা লিখে আর কিছুই মনে করতে পারছিলাম না, সময়ও প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। শেষে সেই প্রশ্নের উত্তর লিখা বাদ দিয়ে পবিত্র আত্মার উপর ভরসা রেখে অন্য একটির উত্তর লিখতে শুরু করেছিলাম যার উত্তর আমার জানা ছিল না। পবিত্র আত্মাকে বললাম, তুমি বলে দাও, কি লিখব। সেই পশ্নটির উত্তর এত সুন্দর হলো, এত পয়েন্ট লিখলাম, শেষে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। আমি বিশ্বাস করি সেটি পবিত্র আত্মারই কাজ ছিল।

এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে আমার আপনার জীবনে। কারণ পবিত্র আত্মা বসে নেই, তিনি প্রবাহমান, তিনি চলমান, তিনি অবিরত কাজ করে যাচ্ছেন আপনার আমার জীবনে। কিন্তু কেন জানি তাঁকে নিয়ে বেশি ভাবি না, ধ্যান করি না, তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করি না, বেশিরভাগ সময় পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের ধ্যানে ব্যস্ত থাকি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দিতে হয়, কখনো লিখে আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে পারি না। উপস্থিত মুহূর্তে পবিত্র আত্মাই বলে দেন কি বলতে হবে। পবিত্র বাইবেলে আছে "তোমাদের যে কী বলতে হবে, কীভাবে বলতে হবে, তা নিয়ে কোন চিন্তাই করো না, তোমাদের যে কী বলতে হবে তা সেই সময় তোমাদের বলে দেওয়াই হবে। তোমাদের পিতার সেই পরম আত্মাই সেদিন তোমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন" *(মথি ১০:১৯)*। আমার বিশ্বাস পবিত্র আত্মাই আমাকে বলে দেন কি বলবো।

পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে আসেন বাতাসের মাধ্যমে *(আদিপুস্তক ২:৭)*, অগ্নিজিহ্বার আকারে *(শিষ্যচরিত ২:৭)*, কবুতরের আকারে *(লুক ৩:২২)* এবং আরো নানাভাবে। দীক্ষাস্নানের সময় এবং হস্তার্পণের সময় আমরা পবিত্র আত্মার ১২টি ফল, যথা- ভ্রাতৃপ্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, করুণা, সৌজন্য, ধৈর্য্য, মৃদুতা, বিশ্বস্ততা, লজ্জাশীলতা, সংযম ও বিশুদ্ধতা এবং ৭টি দান: প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান, ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বরভীতি পেয়ে সমৃদ্ধশালী হয়েছি। আসুন এই অমূল্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবন সাফল্য মণ্ডিত করি। নিজেদের জীবনকে নানা গুণে গুণান্বিত করি, আর জীবন শেষে পরম পবিত্র ত্রিত্বের সাথে মিলনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করি। পবিত্র আত্মাকে বলি, আমাদের জীবনকে আলোকিত করতে, খ্রীস্টের সাক্ষ্য বহন করার জন্যে শক্তি ও সাহস যোগাতে, নব দৃষ্টি দান করতে, যাতে অন্ধকারে আলো জ্বালাতে পারি, নিরাশার মাঝে আশা হতে পারি, অন্যকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারি, পবিত্র আত্মার মৃদু সমীরণ নিজে অনুভব করতে পারি এবং অন্যদের অনুভবের জন্যে সাহায্য করতে পারি।

বিজ্ঞ: ১১১/২৪

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত: [illegible] খ্রীঃ,
নিবন্ধন নং-[illegible], তারিখ: [illegible] খ্রীঃ, সংশোধিত নিবন্ধন নং-[illegible], তারিখ: [illegible] খ্রীঃ,
সংশোধিত নিবন্ধন নং-[illegible], তারিখ: [illegible] খ্রীঃ।
গ্রাম: [illegible], ডাকঘর: [illegible], থানা: [illegible], জেলা: ঢাকা।

তারিখ: ১৯ মে, ২০২৪খ্রীঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

গোল্লা খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর জন্য নিম্ন লিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন/ দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে.

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়স সীমা	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী হিসাব রক্ষক ([illegible])	০১	সর্বোচ্চ ৪০ বছর	আলোচনা সাপেক্ষে	১. [illegible] ২. [illegible] ৩. [illegible]

শর্তাবলী:

১। আবেদনকারীকে একটি আবেদনপত্র-সহ, পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতা সনদের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি আগামী ৩০ মে, ২০২৪খ্রীঃ মধ্যে সমিতির অফিসে জমা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃদ্রঃ- গোল্লা খ্রীষ্টান কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিয়োগ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধন্যবাদান্তে -

[illegible]
চেয়ারম্যান
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

[illegible]
সেক্রেটারী
গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ: ১১৩/২৪

গ্লোরিয়া অর্থোডন্টিক্স এন্ড ইমপ্ল্যান্ট সেন্টার

উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা দাঁতের চিকিৎসা করা হয় অল্প খরচে

ডা. চার্লস অনীক

বি.ডি.এস (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ ১২৫৯১

ইমপ্ল্যান্ট করা হয়। ক্লেলিং করা হয়। (৩০% ছাড় সাথে মাসকাপি)

মোবাইল ঃ ০১৭৫০-০৮০৫৮১

গান শিখাতে ইচ্ছুক
(উচ্চাংগ, নজরুল, রবীন্দ্র ও বিভিন্ন রকমের)
যোগাযোগ : ০১৭১৩৪৪৪২৫৯

YWCA

ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

(স্কুল এন্ড কলেজ)

EIIN: ১০৭৯৮৪ Code: ১০৮৪

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি!

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা:

বিজ্ঞান জিপিএ- ৪.০০, ব্যবসায় শিক্ষা জিপিএ- ৩.৫০

অনলাইনে আবেদন: www.xiclassadmission.gov.bd

মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের থাকার সু-ব্যবস্থা (হোস্টেল) রয়েছে।

১০-১১ গ্রিন স্কোয়ার, গ্রিন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ওয়েবসাইট: www.ywca.edu.bd, ফোন: ২২৩৩৬৬৩৬৩৭, ০১৭৪৯৮৫২০৪৬

বিজ্ঞ:১১২/২৪

ত্রি-পুরুষ ঈশ্বর

সুনীল পেরেরা

মানুষের এমন কোন কথা নেই এমনকি বাইবেলেও নেই - যা ঈশ্বরকে নাম দিতে পেরেছে। আদিগ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলসমাচারের সর্বত্রই রহস্যের আভাস আছে - কোথাও তার পূর্ণ আবরণ উন্মোচিত হয়নি। বাইবেলে উল্লেখিত ঈশ্বরের বহু নাম এবং বর্ণণা সংগ্রহ করা যায়। 'কোথাও অনধিগম্য জ্যোতিলোকে তাঁর আবাস' কোথাও 'তারপর প্রভু পরমেশ্বর মাটির ধূলি থেকে মানবকে সৃষ্টি করলেন।'

ইস্রায়েল ঈশ্বরকে প্রথম জেনেছে পরিত্রাতা রূপে। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে এই পরিত্রাতা ঈশ্বর থেকেই সবকিছু এসেছে। তখন ঈশ্বরকে তারা দেখল সৃষ্টিকর্তা রূপে। আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের সৃষ্টি সঙ্গীতে আমরা ঈশ্বরের এই স্পষ্ট রূপেরই অপূর্ব প্রকাশ দেখি।

পৃথিবী যখনই বিস্তৃত হচ্ছে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও ততই অবিরত বেড়ে চলেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি নয়। কবি কাব্য রচনা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও কাব্যের অস্তিত্ব মুছে যায় না। কিন্তু ঈশ্বর যদি মুহূর্তের জন্যও তাঁর সৃজন - শক্তি থেকে বিরত হন তাহলে কিছুই থাকবে না। ঈশ্বর স্রষ্টা - এ কথার তাৎপর্য হলো যা কিছু আছে তা তাঁর উপর নির্ভরশীল, সবকিছুরই আশ্রয় তিনি। ঈশ্বরের স্রষ্টা রূপটির ধারণা করতে গেলে আদিকালের চেয়েও আমাদের বেশি করে ভাবতে হবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা।

ঈশ্বর এই পৃথিবীর অঙ্গ নন। তিনি কোন ভাবেই পৃথিবীর দ্বারা সীমিত নন বা পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত নন। 'সব সীমার অতীত' কথাটির তাৎপর্য এখানেই। ঈশ্বরের 'সীমাতিক্রমন' মানে তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টিকে অতিক্রম করেছেন ও তাঁর উর্দ্ধে অবস্থান করছেন। ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বমূলে বিরাজিত ও এই সত্য যতই গভীর ভাবে চিন্তা করব, ততই মঙ্গল।

ঈশ্বরের সৃষ্টি থেকে আমরা তাঁর অস্তিত্ব এবং তাঁর স্বরূপ অনুমান করতে পারি, কিন্তু আমরা এ কথাও জানি যে, তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাকেই তিনি একান্ত ভাবে ছাড়িয়ে যান। ঈশ্বর অনতিক্রম্য শুধু নন, তিনি যে আমাদের একান্ত কাছে আছেন এ কথাও বাইবেল আরও গভীর দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার বলেছে; "আমাদের কারও কাছ থেকে তিনি যে দূরে আছেন, তা নয়, কারণ তাঁর মধ্যেই যে আমাদের জীবন, আমাদের গতি, আমাদের সত্তা *[শিষ্যচরিত ১৭ : ২৮]*। তাঁর শক্তিতে ও প্রেমে তিনি সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। ঐশী 'সর্বব্যাপিতা' হচ্ছে সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের এই অস্তিত্ব। এই অন্তরঙ্গ, নৈকট্যও ঈশ্বরের দূরত্বের মহিমার মতই আমাদের দুরধিগম্য। ঈশ্বর যে সব কিছুর মধ্যেই ক্রিয়াশীল তা ধরেই নেওয়া হত, তবে দুর্যোগ, বন্যা বা মহামারির প্রকোপ বা শান্ত হওয়ার মত আশ্চর্য ও দুর্বোধ্য বিশেষ বিশেষ ঘটনার তাঁর আরও নিকট উপস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হতো।

ঈশ্বর বলেছেন, "আমি, স্বয়ং প্রভু, তোমার পরমেশ্বর, আমি এখন তোমার পরমেশ্বর, আমি এখন তোমার ডান হাত ধরে রয়েছি; আমি নিজেই তোমাকে বলছি; "ভয় পেয়ো না, তুমি! আমি তোমাকে সাহায্যে করব।" *ইসাইয়া ৪১ : ১৩-১৪*।

ঈশ্বর পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র অথচ তিনি তার সত্তার অন্তরতম প্রদেশে রয়েছেন। মানুষের উপর নির্ভরশীল না হয়েও তিনি মানুষের সঙ্গে গ্রথিত।' সব কিছুর একমাত্র মূল ঈশ্বর এবং তাঁর মধ্যে অন্ধকারের কোন অস্তিত্বই নেই। ঈশ্বর শাশ্বত কল্যাণ স্বরূপ। সমগ্র বাইবেলে এই কথাটিই ঘোষিত হয়েছে যে, ঈশ্বর অকল্যাণের কারণ নন, কিন্তু তিনি তাঁর বিরোধী পক্ষ। অকল্যাণ সর্বদাই কল্যাণের সঙ্গে মিশ্রিত।

সব কিছু আসে ঈশ্বর থেকে এবং তা আমাদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ বলা যায়। ঈশ্বর সমস্ত কল্যাণময় বস্তুতে যিনি বিরাজিত এমন কি তাঁর মধ্যে যা তুচ্ছতম তাতেও।

ঈশ্বর ধ্বংস করেন ও জীবন দান করেন। ঈশ্বর মানুষকে দরিদ্র করেন ও ঈশ্বরই মানুষকে ধনী করেন। এর প্রকৃত অর্থ এই নয় যে, সব অমঙ্গলের উৎস ঈশ্বর । আমাদের ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে ডাকতে সেখানোর মধ্যে এই আনন্দময় আত্মপ্রকাশ আরও অনেক বেশি স্বচ্ছ ও জোতির্ময় হয়ে ওঠেছে। 'ঈশ্বর তার সৃষ্ট কোন কিছুকেই ঘৃনা করেন না ' *(প্রজ্ঞা ১১: ২৪)*। মানুষের পাপের শাস্তি তার নিজেরই সৃষ্টি তা ঈশ্বর প্রদত্ত নয় । তাঁর সৃষ্ট কোন কিছুকেই তিনি ঘৃণা করেন না' *(প্রজ্ঞা ১১:২৪)*।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে যে কত বিভিন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল তার কতটুকুই বা আমরা জানি। সৃষ্টির অতলস্পর্শ রহস্যে পৌঁছাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর এ কথাটা আমরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করি যে, তাঁর কারণ হলো যিশুর পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই পৃথিবী সম্পূর্ণ করার কাজে ঈশ্বর ব্যাপৃত রয়েছেন, নতুন সৃষ্টির প্রভাতের জন্য স্থির সংকল্প তিনি।

ঈশ্বর অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, অকল্যাণ থেকে তিনি উদ্ধার করেন। তিনি অমঙ্গল থেকে মঙ্গল সৃষ্টি করেণ। আমাদের প্রেমে, আমাদের কর্মে, দুঃখ ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে ঈশ্বর সংগ্রাম করে চলেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের সর্বময়তার চরম অভিব্যক্তি যার মধ্যে ঘটেছে সেই পরিত্রাতা যিশুকে আমরা আমাদের সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখিছি। আর মৃত্যুকে তিনি প্রতিরোধ করেন নি বলেই, মৃত্যুকে তিনি জয় করতে পেরেছেন।

ঈশ্বরের পুণ্যময়তা শুধু অনন্ত দুরধিগম্যতা নয়, পাপীদের সাহচর্যে যখন তিনি থাকেন তখনও তাঁর পুণ্য রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই পাপীদের তিনি সঙ্গ দেন তাদের নতুন জীবন দান করতে চান বলে। ঈশ্বর নিজেকে নিষ্প্রাণ, অনুভূতিহীন অঙ্কের মধ্যে ধরা দেন না, আমাদের মধ্যে আছেন, আমাদের তিনি আপনাকে দেখতে দিয়েছেন।

যিশু আমাদের এনেছেন পিতার সান্নিধ্যে ও তাদের পুণ্য আত্মার পূর্ণ হয়ে আমরা প্রেমের এক পরম রহস্যে চিরকালের মত জড়িয়ে পড়েছি। আমরা ঈশ্বরের পরিবার ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি বলে তাঁর পরমাশ্চর্য মাহাত্ম্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

যিশুর জীবন-সাধনার মধ্যে বিধৃত আছে পিতা ও পুত্রের শাশ্বত প্রেম এবং সেই প্রেমের দ্যোতনা। তাঁরা পৃথিবীতে আত্মাকে পাঠিয়েছেন- যে আত্মা পিতার সঙ্গে অভিন্ন, অভিন্ন পুত্রের সঙ্গে, অভিন্ন পিতা পুত্রের পারস্পরিক ভালোবাসার সঙ্গে - যে ভালোবাসার নিদর্শন আমরা নেমে আসা কপোত ও এই দেব বাণীর মধ্যে পাই " ইনি আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম"। বাইবেল পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার ব্যক্তিগত ভেদ ও স্বরূপগত অভেদের কথা এত জোর দিয়ে বলেছে যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে পারি না। কারণ তাঁরই মধ্যে সব কিছু সৃষ্ট হয়েছে "এই পরম বাণী উপলব্ধি করতে পারি খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করে। তখনই তাঁর এবং পিতার কাছ থেকে আগত 'আত্মা'র মাধ্যমে আমরা অনুভব করি আমাদের দীনতম অস্তিত্ব

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায় পড়ুন.....

প্রার্থনা ও ত্যাগে মহিয়ান মারীয়া

ফাদার যোসেফ মুরমু

যোয়াকিম ও আন্নার পরিবারে কুমারী মারীয়া আধ্যাত্মিকমণ্ডিত কন্যা থেকে জননী স্বরূপ পেয়েছিলেন, আর এখন সে কঠোর দৈহিক ত্যাগ ও সংযমে আবৃত এবং মন্দতা বর্জন, প্রার্থনায় স্বতঃসিদ্ধ। মা মারীয়া ত্যাগ-সংযমী হওয়ায় ঈশ্বর তাকে দান করেছিলেন একটি পবিত্র পরিবার। তাঁর প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার জগতের নিয়মের আওতায় ছিল না, পুরোপুরি ছিল ঐশ ধাঁচে, যেখানে জগতের বস্তু ও কাঠামো দরকার ছিল না, তার প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার ছিল ঐশ আদেশ। 'মে' মাস, মা মারীয়ার কাছে রোজারী মালা প্রার্থনায় নিবেদিত হওয়ার মাস। যে পরিবার রোজারী মালার নিগূঢ়তত্ত্ব অবলম্বন করে প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারে চালিত হয়, ঐ পরিবার মায়ের কৃপা পাবে, অনাকাঙ্খিত কারণ মুক্ত হবে। এ মাসে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা হয়, প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারের আদর্শ হলেন মা মারীয়া, যিনি ঈশ্বর পুত্রের দুঃখ-সুখের সহযাত্রী ও জননী।

খ্রিস্টমণ্ডলী 'মে' মাসকে মারীয়ার পদমূলে উৎসর্গ করেছে। এ মাসে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ভক্তিভরে রোজারীমালা প্রার্থনার চারটি ভাগ, কুড়িটি (২০টি) নিগূঢ়তত্ত্বে মা'র আশিষ লাভে মগ্ন। নিগূঢ়লক্ষ্য পূরণে খ্রিস্টভক্তরা বিশ্বাসচিত্তে নিগূঢ়তত্ত্ব ধ্যান-প্রার্থনায় মা মারীয়ার কাছে মানসকামনা নিবেদন করে। মোক্ষম এ সময়ে খ্রিস্টমণ্ডলী বলে, 'মারীয়ার' পবিত্র মা হওয়ার প্রেক্ষাপট হল তাঁর 'দৈহিক ত্যাগস্বীকার ও দৈনিক প্রার্থনা। ত্যাগস্বীকারের বিষয়টি খ্রিস্টভক্তকে মারীয়ার সুখ ও যন্ত্রণা বিধূর জীবনের প্রতিটি ধাপের দিকে ধাবিত করে। এরই প্রেক্ষিতে রোজারীমালা প্রার্থনা জানান দেয় যে, মা মারীয়ার জীবন আনন্দ ও কষ্টের, সেটি যখন একে একে ধ্যান-প্রার্থনা করা হয়, তখন মারীয়ার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এতে ভক্ত সহজে জানতে সক্ষম হয় মারীয়ার খ্রিস্টকেন্দ্রিক যাত্রা সহজ ছিল না, ছিল আনন্দ থেকে যন্ত্রণাবিধুর যাত্রা। এভাবে প্রত্যেকটি নিগূঢ়তত্ত্বে মারীয়াকে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়, তিনি কোন অবস্থানে ছিলেন এবং কার জন্য এই দুঃখময় জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন।

খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনা রীতিমতে, খ্রিস্টীয় পরিবার ও বিশ্ব মা মারীয়ার কাছে বিশ্বাসব্রতে রোজারীমালা প্রার্থনা করে। রোজারীমালা প্রার্থনা, খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনা সংস্কৃতিতে এবং খ্রিস্টসমাজে প্রতিষ্ঠিত অধ্যায়, যা স্বর্গীয় মর্যাদায় মহীয়ান। মা মারীয়া জগতবাসীকে প্রার্থনা করতে প্রতিনিয়ত আহ্বান করেন, সেই আহ্বানকে সত্য করে সুস্থ-অসুস্থ,অন্ধ-খঞ্জ, সবল-দুর্বল ভক্তসাধারণ, যারা প্রাণ-পণে রোজারীমালা প্রার্থনা করে। রোজারীমালাতে শিশু মারীয়া, কিশোরী মারীয়া, যুবতী মারীয়া এবং মা মারীয়ার সাক্ষাৎ মেলে। বিশ্বমণ্ডলী রোজারীমালা প্রার্থনায় মারীয়ার ঐশকৃপা ও দৈহিক-আত্মিক নিরাময় প্রার্থনা করে, এটি ভক্তজনের বিশ্বাসের ক্রিয়া। এমনই বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তাঁর ঘনিষ্টতা লাভের প্রত্যাশায় ভক্তজন প্রণিপাত করে সংযোগ স্থাপন করে, এমন ভাবধারা চলমান রাখা সব সময় আবশ্যক।

মারীয়া কৈশোর থেকে যুবতী অবধি পরিবারে প্রার্থনার পরিবেশে ছিলেন। মারীয়া যিশুর মা হওয়ার অধিকার পাওয়ার পর স্বর্গীয়

বিভায় আচ্ছাদিত হলেও তাকে ধার্মিকতার বিপক্ষের মন্দশক্তিগুলোকে প্রার্থনায় জয় করতে হয়েছে। তিনি পবিত্র আত্মায় আচ্ছাদিত হলেও, মানব দেহধারী হেতু, মন্দতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি প্রয়োজন, আর সেই শক্তি প্রার্থনায় অর্জন করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখে নতুন পরিবারের মারীয়াকে পুত্রের "মা" হওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কালভেরী পর্বতে ক্রুশ থেকে যিশু মারীয়াকে আর একটি বৃহৎ পরিবার দিয়েছিলেন। যিশুর স্বর্গারোহণের পরে শিষ্যদের সঙ্গে সেই পরিবারে পঞ্চাশটি দিন প্রার্থনায় রত ছিলেন, যতদিন না পবিত্র আত্মা তাদের উপর অবতরণ করেছিলেন *(শিষ্যচরিতঃ ২:১-৪;)*। এই সত্য প্রতিফলিত হয় যে, মারীয়া শিষ্যদের প্রার্থনায় সঙ্গ দিয়েছেন, তেমনি এখন বিশ্ব পরিবারের সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে মাঠে-প্রান্তরে সরলচিত্ত মানুষকে (নর-নারী) দর্শন দিয়ে রোজারীমালা প্রার্থনা করতে বলেছেন। এখনো তিনি নিজে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন যেন মানুষের নীতি-নৈতিকতায় মানবতা ও শান্তি স্থাপিত হয়।

মারীয়ার কুমারীত্ব ও মাতৃত্ব জীবনচক্রে কঠিন ত্যাগ-সাধনা (উপবাস) ছিল, নিজেকে জৈবিক ও সাংসারিক প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বৈষয়িকে অনাসক্ত থাকা। তাঁর ত্যাগ-সাধনা ছিল মানুষকে আধ্যাত্মিক সন্তান করে গড়া। মারীয়ার জীবনের কঠিন ত্যাগ ও সংযম ছিল, পুত্র যিশুর যাতনাভোগের কষ্টকে গ্রহণ করা। একজন মা হিসেবে পুত্রের সঙ্গে ঘটে যাওয়া হৃদয় বিদারক কষ্ট বুকে ধারণ করে শত্রুদের, শত্রু না ভেবে, তাদেরই মঙ্গল প্রার্থনা করা। এটিই ছিল মা মারীয়ার শ্রেষ্ঠ ত্যাগস্বীকার, প্রার্থনার পরম শক্তি। পরিবারঘেষা মারীয়ার ত্যাগস্বীকার শুরু হয়েছিল যোসেফের স্বল্প সম্পদে সংসার করা। যিশুর জন্মের আগে থেকে অর্থাৎ নাজারেথ থেকে বেথলেহেম এবং মিশর দেশে পালিয়ে যাওয়া, আবার নাজারেথে ফিরে আসা, পথে পথে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা সহ্য করা এবং বহু সংকটে পরিবার পরিচালনা করা। এমনই ত্যাগস্বীকারের প্রতিদান ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন স্বর্গে-মর্তে যাকোবের বারো বংশের মর্যাদা এবং রাণীর মুকুট ও গৌরবের আসন।

যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে মা মারীয়া ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশে বাধ্যতা দেখিয়েছেন। তিনি সংসারে প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার, দৈহিক ও আত্মিক সংযমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, এভাবে তিনি মায়ের দায়িত্ব জগতকে দান করেছেন। রোজারীমালার চারটি ভাগে ও নিগূঢ়তত্ত্বে মারীয়াকে সত্যেরই মা, যন্ত্রণাভোগী মা, মাতৃত্ব দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক বিধায়ক মা স্বরূপে পাওয়া যায়। ঐ নিগূঢ়তত্ত্বগুলো সত্যায়ন করে যে, মা মারীয়া খ্রিস্টভক্তদের জন্যে অকাতরে নিবেদিত। মা মারীয়ার প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও বৈষয়িক সংযম ছিল কেউ যেন পুত্র যিশু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, বরং রোজারীমালা ধারণ করে যিশুকে ধ্যান করে। মণ্ডলীও চায় খ্রিস্টভক্তরা মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে একত্র হয়ে "মে" মাসে রোজারীমালা প্রার্থনা করে, যেন মারীয়াকে নিজ নিজ অন্তরগৃহে ও মণ্ডলীতে যত্নসহ সঙ্গদান করে, তাঁর প্রকৃত আধ্যাত্মিক সন্তান হয়ে উঠে।

খ্রিস্ট মণ্ডলীর মা ধন্যা কুমারী মারীয়া

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

জগতের সমস্ত নারীর মধ্যে পরম অনুগৃহীতা ধন্যা কুমারী মারীয়া। তিনি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছেন স্বয়ং যিশুর মা হওয়ার জন্যে। মানব মুক্তির ইতিহাসে প্রভু যিশু ঈশ্বর। ধন্যা কুমারী মারীয়া ঈশ্বরের মা। প্রভু যিশু সর্বমানবের মুক্তিদাতা। কুমারী মারীয়া মুক্তিদাতার মা। প্রভু যিশু সত্য, পথ, আলো ও জীবন। ধন্যা কুমারী মারীয়া সত্য, পথ, আলো ও জীবনের মা। পিতা পরমেশ্বর কুমারী মারীয়াকে আগে থেকেই মনোনীত করে রেখেছিলেন, যাতে তিনি ভবিষ্যতে তাঁর মধ্যদিয়ে এই জগতে আসতে পারেন। জগত সৃষ্টির ঊষালগ্নে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রথম নারী হবাকে জীবন দান করেছিলেন; তিনি যেন সেই জীবন সম্প্রদান করে সমগ্র মানব জাতির জননী হয়ে ওঠেন। তেমনি মানয পরিত্রাণ পর্বের প্রারম্ভেও ঈশ্বর নবীনা হবা অর্থাৎ মারীয়াকে দান করেছিলেন নবজীবন; যেন তিনি সমস্ত ঈশ্বর-সন্তানের জননী হতে পারেন। ত্রাণকর্তা যিশুর জন্ম সংবাদের সময় স্বর্গের মহাদূত গাব্রিয়েল স্বর্গ থেকে এই জগতে এসে কুমারী মারীয়াকে অভিবাদন জানিয়ে প্রণাম করেছিলেন *(লুক ১:২৮)*। অভিবাদনে মারীয়া ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেও যখন জানতে পারলেন তা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তখনই সমস্ত মনে প্রাণে তা গ্রহণ করলেন *(লুক ১:৩৮)*। সমাজের সমালোচনা ও কুদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তিনি ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্নার পরিবারে মারীয়া খুব সাধারণ মেয়ে হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিনকার সাধারণ কাজ-কর্ম গুলো তিনি খুব বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করতেন। তিনি নিজের ধর্মবোধ ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতো তিনি নিজেও ইহুদি রীতি-নীতি খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। তিনি শৈশব থেকেই বিশ্বাস করতেন পরমেশ্বর মহান; তাঁর অসাধ্য কোনকিছু নেই। ধন্যা কুমারী মারীয়ার এই বিশ্বাসের গভীরতা আমরা দেখি প্রভু যিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। তাইতো প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের পর কুমারী মারীয়া অন্যান্যদের মতো মৃতদের মধ্যে অর্থাৎ কবরে যিশুকে খুঁজতে যাননি। কেননা তিনি জানতেন, আকাশ ও পৃথিবী লোপ পেলেও তাঁর গর্ভ-জাত ঈশ্বর-পুত্র যিশুর কোন কথা লোপ পাবে না। যিশুর জন্মের মুহূর্ত হতে ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত কুমারী মারীয়া যিশুর পাশাপাশি থেকেছেন ও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ছিল তাঁর জীবনের এক নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা।

প্রভু যিশুকে অনুসরণ করার জন্য কুমারী মারীয়া হলেন আমাদের জন্য উত্তম পথ প্রদর্শিকা। তাঁর মত করে পৃথিবীর কেউই প্রভু যিশুকে চিনেননি এবং অনুসরণও করেননি। এ কারণেই আমরা ধন্যা কুমারী মারীয়াকে গভীর শ্রদ্ধাভরে মা ব'লে সম্বোধন করি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মা মারীয়াকে বাদ দিয়ে মুক্তির ইতিহাস (স্বয়ং যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক) বলা যায় না। যদি বলা হয় তবে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি, পাপের দাসত্ব থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর কুমারী মারীয়াকে তাঁর জন্মের আগে থেকেই ঈশ্বরের মাতা হওয়ার জন্য মনোনীত করে রেখেছেন। কুমারী মারীয়ার মাতৃ-জীবন কেমন হবে, আমরা তা শুনতে পাই জেরুসালেম মন্দিরে মা মারীয়ার প্রতি প্রবক্তা শিমেয়োনের প্রাবক্তিক বাণীতে, "এই যে শিশু, এ একদিন হবে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকেরই পতনের কারণ, আবার

অনেকেরই উত্থানেরও কারণ।...আর তোমার নিজের প্রাণও যেন খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে *(লুক ২:৩৩-৩৫)*। প্রভু যিশু ও তাঁর নিজের জীবনে যা কিছু ঘটতো, মা মারীয়া তা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন *(লুক ২:৫১)*।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর পোপ নবম পিউস তাঁর "ইন্‌ফ্যাবিলিস দেউস" *(Ineffabilis Deus)* ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে, মা-মারীয়া জন্মলগ্ন থেকেই আদি পাপ বর্জিতা, তিনি চির-নির্মলা কারণ তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন মানব জাতির পরিত্রাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট। ঈশ্বর তাঁকে জন্ম লগ্ন থেকেই বেছে রেখেছিলেন যেন তিনি ঈশ্বরের মা হতে পারেন। মা-মারীয়াকে মণ্ডলীর প্রথম যুগ থেকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়ে আসছে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাধু আইরেনিয়াস বলেন যে, মা-মারীয়া হলেন নবীনা-হবা। সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর হবাকে যে জীবনদান করেছিলেন তিনি যেমন সেই জীবন সম্প্রদান করে মানব জাতির জননী হয়ে উঠেন, তেমনি মারীয়াকে দান করেছিলেন নব জীবন, সেই পরম পবিত্র জীবন যেন তিনি সকল ঈশ্বর সন্তানের মা হয়ে উঠতে পারেন। ঈশ্বরের প্রতি মা-মারীয়ার গভীর বিশ্বাসের মাধ্যমে মানব মুক্তির পরিত্রাণ সূচিত হয়।' দ্বিতীয় শতকে মহান খ্রিস্টান লেখক তের্তুলিয়ান হবা ও কুমারী মারীয়া দু'জনের বিশ্বাসকে বর্ণনা করেন এই ভাবে, "প্রথম হবা সাপকে (মন্দতা) বিশ্বাস করেছিলেন, তাই তিনি জন্ম দিয়েছেন মন্দতা; যা মানবীয় বংশ পরম্পরায় আজও মানব জীবনে আদি পাপ হয়ে বিদ্যমান। তেমনি মা মারীয়া বিশ্বাস করেছিলেন স্বর্গদূতকে (পবিত্রতা), তাই তিনি জন্ম দিয়েছেন পরিত্রাতাকে; যিনি মানবের হারানো মর্যাদাকে ফিরিয়ে এনে ঈশ্বর ও মানুষের পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন।

ধন্যা কুমারী মারীয়ার গোটা জীবনেই প্রভু যিশুর প্রেমের চেতনা খুব স্পষ্ট। পাপী মানুষের মুক্তির প্রয়োজন তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেজন্যই তিনি সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। মানব মুক্তি কার্যে মা মারীয়ার মুক্তিদায়ী বেদনা বৃথা যায়নি। তিনি যিশুকে দুঃখ-কষ্ট থেকে বিরত করেননি বরং নিজের জীবনে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। আর এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যেন মুক্তি লাভ করে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মারীয়ার দুঃখ প্রকৃত অর্থেই মানব মুক্তিদায়ী কাজের জন্য সহায়ক। তিনি মানুষের পাপের ধ্বংসাত্মক পরিণতি এবং এ থেকে মুক্তির জন্য দুঃখ-কষ্ট বরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের মাণ্ডলিক ও বিশ্বাসের জীবনে মা মারীয়া যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে মানব মুক্তির জন্য সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। প্রভু যিশুকে আমরা কেউ কখনো দেখিনি; পবিত্র বাইবেল পড়ে ও মণ্ডলীর ঐতিহ্য থেকে জানি। মা মারীয়া যিশুকে জানতেন তাঁর সমস্ত জীবন ধরে অর্থাৎ গর্ভাবস্থা থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত। মা মারীয়াকে বাদ দিয়ে প্রভু যিশুকে কখনোই সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। প্রভু যিশু নিজেও মা মারীয়ার একান্ত বাধ্য ছিলেন; তিনি বার বছর

১১ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

মায়ের ভালবাসা

সিস্টার মেরী জুরিকা এসএমআরএ

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে মায়ের সাথে অনেক স্মৃতি রয়েছে। সেগুলো পাঁচ মিনিট চোখ বন্ধ করলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে।

মা যে সবার প্রিয়, মা যে শ্রেষ্ঠ।
মা ছাড়া পৃথিবীতে, বেঁচে থাকা কষ্ট।

সত্যিই মা ছাড়া এক মুর্হূতও থাকা অনেক কষ্ট। যত কষ্ট যত দুঃখ মায়ের মুখের কথা শুনলেই সব এক নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। মায়ের ভালবাসা কখনো ফুরিয়ে যায় না, এর কখনো পরিবর্তন ঘটে না। এ ভালবাসা কখনো ক্লান্ত হয় না। ভাই বোনের মধ্যে ঘোর শত্রুতা হতে পারে, পিতা সন্তানের প্রতি তার মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে মায়ের ভালবাসা টিকে থাকে। একজন মা নিজের জীবনের চেয়ে সন্তানকে বেশী ভালবাসে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য একজন মা জীবন দিতেও প্রস্তুত। তিনি তার সন্তানকে এত ভালবাসেন যে সন্তানের জন্য শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকেন। মাকে আমি খুব ভালবাসি। এই মুর্হূতে মার কথা অনেক মনে পড়ছে। খুব ইচ্ছে করছে জোরে একবার মা - বলে ডাকি। মায়ের আশীর্বাদ সব সময় আমার সাথে আছে। এটাই সব থেকে বড় শক্তি। এখন দু'জন মায়ের ভালবাসার কথা জানাবো। তখন ছিল বর্ষাকাল। প্রবল বর্ষায় পথ ঘাট প্রায় ডুবে গিয়েছিল। গ্রামের পাশে একটা বড় নদী। প্রবল বর্ষায় নদীটি পানিতে ভরপুর। গ্রামের ছেলে মেয়েরা সেই নদীতে গোসল করত আর খুব মজা করত। একদিন গ্রামের অনেক জন মিলে নদীতে গোসল করছিল তখন হঠাৎ একটি ছোট ছেলে নদীর গভীরে চলে গেল। ছেলেটা সাঁতার জানত না, তাই চিৎকার করল। সবাই তাকাচ্ছে কিন্তু কেউ বাঁচাতে গেল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই মজা দেখছে কিন্তু পানির ভয়ে কেউ নিচে নামছে না। সেই সময় এক মহিলা পানিতে ঝাপ দিল আর ছেলেটাকে তুলে আনল। মহিলাটি আর কেউ নন ঐ ছেলের মা। মহিলাটি নিজেই সাঁতার জানত না অথচ নিজের জীবন বাজি রেখে ছেলেটিকে বাঁচাল। এই হচ্ছে মায়ের ভালবাসা।

সেই একই ঘটনা আর একটি পরিবারে। বাবা-মা ও তাদের দুইটি মেয়ে। বড় মেয়েটি ঢাকা শহরে পড়াশুনার পাশাপাশি ছোট একটি চাকরি করে। আর ছোট বোনটি বাড়িতে বাবা মার সাথে থেকে নানা কাজে সাহায্য করে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল মায়ের গলায় কি যেন সমস্যা অনুভব করছে। গলা বাইরের দিকে ফুলে গেছে, বাইরে থেকে সহজেই নজরে পড়ছে। মা-অনেক চিন্তিত হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'কি হল আমার?' অথচ মুখ খুলে কাউকে বলতে পারলো না। এর মধ্যে ছোট মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। মেয়েটির মা অনেক চিন্তা করছে। নিজের কথা ভুলে গিয়ে মেয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে সময় বড় মেয়েটি বলল, 'মা তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যাব ভাল ডাক্তার দেখাব।' মেয়ের কথা শুনে মা বলল, 'আমার জন্য কোনো চিন্তা করো না, আমি ঠিক আছি, আগে তোমার বোনকে দেখ তাকে ভাল ডাক্তার দেখাও। তাড়াতাড়ি যেন সুস্থ হয়ে উঠে।' অথচ তারও অনেক কষ্ট হয় খেতে গেলে কষ্ট, কিছু গিলতে গেলেও কি যেন আটকে থাকে। মায়ের কথা শুনে বড় মেয়েটি নিশব্দে কাঁদতে লাগল। এভাবে মায়েরা নিরবে কষ্ট সহ্য করছে সন্তানের জন্য। সন্তানের কথা চিন্তা করে মা নিজের কষ্ট, দুঃখ, ব্যথা, বেদনাকে চেপে রেখে বাইরে মুখের হাসি দেখাচ্ছে, যাতে সন্তানেরা বুঝতে না পারে।

আমার মা জীবন্ত সাধ্বী। মা শিক্ষিত নন, লেখাপড়া কিছুই জানেন না, কিন্তু আমার কাছে মা একজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। হ্যাঁ যদিও মা শিক্ষিত নন তবুও তার পবিত্রতা ও ভালবাসা অতুলনীয়। মা শান্ত-শিষ্ট নিরব কর্মী। আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি উপোস করা, ত্যাগস্বীকার করা ইত্যাদি। মা প্রার্থনাশীল, উদার, অতিথিপরায়ন। মা মারীয়ার প্রতি অগাধ ভক্তি তার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, তিরস্কার পেয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু মায়ের সীমাহীন ধৈর্য, নীরবে সব সহ্য করেছেন, ক্ষমার চোখে দেখেছেন ও ক্ষমা করেছেন। মায়ের উপদেশ ছিল– 'সর্বদা প্রার্থনা করবে, সবার সাথে মিলেমিশে থাকবে, ফাদার-সিস্টারদের কথা শুনবে, তাদের বাধ্য থাকবে আর সব সময় আনন্দে থাকবে।' আমি মাকে অনেক ভালবাসি কিন্তু কখনও মাকে বলিনি মা আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি। তবে মা জানে আমি তাকে অনেক ভালবাসি। এটাই মায়ের মন। সন্তানের মনের কথা মা সবই জানেন ও বুঝতে পারেন। সন্তানের মনের দুঃখ-কষ্ট মুখে বলার আগেই মা বুঝে ফেলেন।

মায়ের কাছে কখনো কোন কষ্ট লুকানো যায় না। কিভাবে যেন মা বুঝে ফেলেন। মায়ের ভালবাসা কতনা মহৎ। তার ভালবাসা দিয়ে সন্তানদের লালন পালন করেন, আগলে রাখেন। যদিও অনেক শিক্ষিত সন্তান কম শিক্ষিত মাকে বোঝা মনে করেন। তবুও সর্বংসহা মা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। এই হল মায়ের ভালবাসা।

আজকের দিনে আমার পক্ষ থেকে প্রত্যেকজন মাকে মা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই, যারা আমার মায়ের স্থানে থেকে মায়ের ভালবাসা দিয়ে আমাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দিক দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, সদুপদেশ দিয়েছেন এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদা উৎসাহ, প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন ঈশ্বর যেন তাদের প্রত্যেককে সুস্থ রাখেন ও দীর্ঘায়ু দান করেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মায়েদের জন্য, প্রত্যেক মাকে তিনি যেন প্রচুর পরিমানে কৃপা আশীষ দান করেন।

প্রিয় বন্ধুরা আমরা যেন কখন মাকে কষ্ট না দেই, মায়ের আঁচল ছিঁড়ে যেন পর হয়ে না যাই।

---

১০ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

বয়সে জেরুসালেম মন্দির থেকে নাজারেথে ফিরে গিয়ে মা-বাবার বাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করেছেন। সময় পূর্ণ না হলেও যিশু মায়ের কথায় কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে প্রথম অলৌকিক কাজ করেছেন। এভাবে যিশুর প্রতিটি কাজে ও মুহূর্তে মা মারীয়া যিশুর পাশে ছিলেন।

কালভেরীতে ক্রুশের তলায়ও আমরা মা মারীয়াকে দেখতে পাই। সেখানেও যিশু মায়ের সাথে কথা বলেন। ক্রুশের উপরে যিশু যখন নিজ দেহে ঈশ্বরের দয়া ও জগতের পাপ, এই দুইয়ের নাটকীয় মুহূর্তের অভিজ্ঞতা করলেন; তখন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর পাশে তিনি তাঁর মায়ের এবং বিশেষ স্নেহের শিষ্য যোহনের সান্ত্বনাদায়ী উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। যে কাজের ভার পিতা পরমেশ্বর তাঁকে দিয়েছিলেন তা পুরোপুরি সম্পন্ন করার পূর্বমুহূর্তে প্রভু যিশু তাঁর মাকে আমাদের মা হিসেবে প্রিয় শিষ্য যোহনের কাছে রেখে যান *(যোহন ১৯:২৬-২৭)*। আর এই কাজটি করার পরেই কেবল যিশু বুঝতে পেরেছিলেন যে, "সমস্তই সমাপ্ত হয়েছে" *(যোহন ১৯:২৮)*। ক্রুশের তলায় নতুন সৃষ্টির সেই চরম মুহূর্তে, প্রভু যিশু আমাদের দৃষ্টি তাঁর মায়ের প্রতি নিবদ্ধ করান। কারণ প্রভু যিশু চাননি আমরা একজন মা ছাড়া একা একা পথ চলি। এইভাবে মণ্ডলীতে নারীত্ব ও মাতৃসুলভ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত না করে, প্রভু যিশু তাঁর মণ্ডলীকে ছাড়তে চাননি। সেই থেকে ঈশ্বর-জননী মারীয়া আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের মা। আমাদের খ্রিস্টীয় প্রেরণকর্ম ও মূল্যবোধের মা। আমাদের এক, সত্য, পবিত্র ও সার্বজনীন খ্রিস্টমণ্ডলীর মা। আর স্বয়ং খ্রিস্টমণ্ডলী আমাদের মা। জয়তু! জয়তু!! ঈশ্বর-জননী ধন্যা কুমারী মারীয়া!!!

দ্বন্দ্ব- বিরোধঃ এর প্রকৃতি ও সমাধান

ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু

আমাদের জীবন ও কাজের একটি প্রধান বিষয় হলো দ্বন্দ্ব-বিরোধ যা' আমাদের প্রভাবিত করে। বিভিন্ন সময়ে এটা আমাদের ব্যস্ত করে তোলে, যার ফলে, সময় অপচয়ও হতে পারে। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে, এর সংজ্ঞা, এর মানবীয় অংশ, উৎস, বৃদ্ধিকল্প, ব্যবহারে সহায়ক, কতিপয় প্রক্রিয়া, সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। তবে, নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতায়, চিন্তা-ভাবনা ও বাস্তবায়নে কিছু ভিন্নতাও আসতে পারে। ঈশ্বর ছাড়া সবার মধ্যে ও সবকিছুতে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।

ক।। সংজ্ঞা

- ইহা একটি সংগ্রাম (struggle, fight, battle)।

ইহা বিভিন্ন লক্ষ্য, সুবিধা, অধিকার প্রভাব ও ধারণার মাঝে সংঘর্ষ।

ইহা অমত, ভয়ানক/জোরালো তর্ক বা ঝগড়া

ইহা বিরোধমূখী শক্তি, ক্ষমতা, শত্রুতা প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম। ইহা বৈপরিত্য, অনৈক্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার অবস্থা।

ইহা বেদনাপূর্ণ টেনশন, বিপরীতমূখী আবেগ অনুভূতির মধ্যকার সংঘর্ষের কারণে। এসব আমরা এড়াতে চাই, কিন্তু আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে এসব প্রবেশ করতে পারে।

ইহা ব্যক্তির মধ্যকার দুই বা ততোধিক বিশ্বাস বা অনুভূতির মাঝে, ব্যক্তিগত অভাব বা চাহিদা ও দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে বাহ্যিক বাস্তবতার অসামঞ্জস্যতা।

আমাদের পরিবার, গ্রাম, সমাজ, ধর্মপল্লীতে, কর্মক্ষেত্রে আমাদের অমীমাংসিত অমত, আমাদেরকে এড়ানো, একসাথে কাজ করতে থাকা, মৌখিক আক্রমণ ও অপছন্দের দিকে নিয়ে যায়। এমনকি, চরম পর্যায়ে, ইহা শত্রুতা, এমনকি স্থান/সংস্থা থেকে পৃথক/বিচ্ছিন্নও করতে পারে। তাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিরোধ মীমাংসা করা গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যের সাথে ভিন্নমত পোষণ, কাজ সম্বন্ধে অভিযোগ, আচরণ ও ব্যবহারে সমালোচনা, কাজের নেতিবাচক মূল্যায়ন, রাগ উৎপন্নকারী ঘটনা, হারানোকে গ্রহণ করার ঝুঁকি, আমার অনুরোধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা, অবজ্ঞাকৃত অধিকার রক্ষায় বিরোধ অন্তর্ভুক্ত।

খ।। বিরোধঃ মানব অবস্থার অংশ

ইহা জীবনের বাস্তবতা। ইহা এড়ানো যায় না। মানবীয় হতে হলে বিরোধ অভিজ্ঞতা করতে হয়। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই স্থান দখল করে, বিরোধের সম্ভাবনা আসে। ইহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য আমাদের আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কে।

বিরোধ সাধারণভাবে নেতিবাচকরুপে প্রতিয়মান হয়, যা এড়ানো ও ভয়ের কারণ হয়। বিরোধের কথা শুনলে আমাদের মনে ভেসে উঠে যুদ্ধ-সংগ্রাম, রাগ, বেদনা, ধ্বংস, ভীতি, ভুল, এড়ানো, ক্ষতি, নিয়ন্ত্রণ, ঘৃনা, মন্দ, ভুল করা।

এর ভাল দিক হল ইহা সংহতিনাশক, খারাপ দিক হল ইহা ধ্বংসাত্মক। হিংস্রতা ছাড়া এবং পারস্পরিক সহায়ক উপায়ে মহত্তর আত্ম-উপলব্দিতে, সুসম্পর্ককে উভয় ব্যক্তির মধ্যেই তা মিমাংসিত হতে পারে। "বিরোধ তাই গুরুত্বপূর্ণ উপকার আনতে পারে, বিশেষত: যখন দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হয়: ইহা ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে পারে। ব্যক্তিগত ও বুদ্ধিগত বৃদ্ধি অনুপ্রাণিত করে। আমাদের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী সংস্থা সৃষ্টি ও নবায়ন করতে সাহায্য করে।"

"বর্তমানে বহু পরিবারের প্রয়োজন সৎ বিরোধ ও অনুভূতি কম চাপানো বিরোধ ছাড়া আমরা ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা পেতে পারি না। ভালোবাসা ও বিরোধ অবিচ্ছেদ্য"...*(গিবসন উইন্টার)*

গ।। বিরোধের উৎস

১। বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা: (Diversity & Difference) বৈচিত্র্য উন্নতি সহায়ক ও সমৃদ্ধিকর আমাদের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, নতুন সম্ভাবনা সুযোগের দ্বার খুলে দেয় বৃদ্ধি লাভের জন্য। ধারণা, চাহিদা, মূল্যবোধ, ক্ষমতা, চাওয়া, লক্ষ্য, মতামত এর ভিন্নতা প্রায়ই বিরোধকে পরিচালিত করে।

২। চাহিদা (Need): আমাদের কল্যাণ ও স্বাস্থ্যসহায়ক সম্পর্কের জন্য অত্যাবশ্যকীয়তা দেখি। বেঁচে থাকা ও উন্নয়নের জন্য চাহিদা পূরণ প্রয়োজন। চাহিদা অবজ্ঞাত হলে বা ব্যাহত হলে গুরুতর বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

৩। উপলব্ধি (Perception): বাস্তবতাকে আমরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করি। এমনকি যখন উপলব্ধি ভুলও হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তা বাস্তবতা। অনেক বিরোধ ভিন্ন উপলব্ধি অথবা ভুল ব্যাখ্যার জন্য সৃষ্টি হয় (পুরুষ ও নারীর মধ্যকার উপলব্ধি ভিন্ন)।

৪। ক্ষমতা (Power): কিভাবে ক্ষমতাকে দেখি ও ব্যবহার করি- তা প্রভাবিত করবে কিভাবে আমাদের সম্পর্কে বিরোধ অভিজ্ঞতা করি ও মোকাবেলা করি। ক্ষমতা=কার্যকরীভাবে কাজ করার সমর্থতা ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা। যদি ক্ষমতাকে দেখি, আমি যেভাবে চাই অন্যকে যেভাবে কাজ করানোর সমর্থতারুপে এবং অন্যকে নিয়ন্ত্রণ ও অপরের উপর সুবিধা নেওয়া- তাহলে, বিরোধের জন্ম দেয়।

৫। মূল্যবোধ ও নীতি (Value & Principle): মূল্যবোধ এমন কিছু যা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন- সততা, আতিথেয়তা, সম্মান-শ্রদ্ধা। কতিপয় মূল্যবোধ আপোসহীন। অন্যগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ ও পরিবর্তন করা যেতে পারে। মূল্যবোধ ও নীতি বিরোধে পরিচালিত করতে পারে যখন কেউ উপসংহার টানে যে বিরোধে তারা নিয়োজিত, তা' মূল্যবোধ বিষয়ক এবং যখন কেউ অন্যদের ধারণা বা লক্ষ্যকে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায়- যেটাকে দেখে প্রাধান্যরূপে, মূল্যবোধরূপে নয়।

৬। আবেগ অনুভূতি (Feeling-Emotion): বেশিরভাগ বিরোধে আবেগ সংবেদনশীলতা বিদ্যমান। কেউ যদি বিরোধকে অনুভূতি দিয়ে দেখে তা' দমিত করে কিংবা বুদ্ধি দিয়ে মোকাবেলা করতে চায় সে ক্ষেত্রে, বিরোধ আরও খারাপ এর দিকে যাবে। অনুভূতিকে গ্রহণ করে, তা ইতিবাচকরুপে ব্যবহার করতে হবে।

৭। মনোগত/আন্তঃমানসিক (Intra-psychic): বেশীর ভাগ গুরুতর বিরোধগুলো ব্যক্তির মধ্যেই। এটা উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ ..এর উপর প্রথম কাজ করতে হবে। ভিতরকার বিরোধ জন্ম নেয় যখন কেউ তার নিজ সত্তা, মূল্যবোধ অথবা কিভাবে কিংবা কার সাথে সম্পর্ক করতে হবে- তা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়।

ঘ।। বৃদ্ধিকল্পে বিরোধ

বিরোধ বিচিত্র ও ভিন্নতার উপলব্ধি- সেক্ষেত্রে ইহা নেতিবাচক নয়। ইহা সম্পর্ক সুন্দর করতে ব্যবহৃত হতে পারে-বিকল্প সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে এবং পারস্পরিক বৃদ্ধির জন্য সুযোগ করে দেয়।

ইহা কারও স্বার্থ ও ইচ্ছা, চাহিদা, ধারণা, উপলব্ধি, ক্ষমতা, মূল্যবোধ, নীতি, আবেগ-অনুভূতির মধ্যে সংগ্রামে

সীমাবদ্ধ নয়। ভিতরকার বিরোধ আমাদের সম্পর্কের সংকটপূর্ণ উপাদান। নির্দিষ্ট বিরোধে কোন উপাদান জড়িত তা' বুঝতে পারা কার্যকরীভাবে তা সমাধান করার জন্য অত্যাবশ্যক।

ইতিবাচকভাবে বলতে গেলে, বিরোধ হতে পারে

-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বৃদ্ধির সময়- Growth

-বিভিন্ন বিকল্প একসাথে দেখে সৃজনশীলভাবে সমস্যা সমাধানের সময়

- কথা বলা ও খোলামনে যোগাযোগ, শত্রুতা, রাগ ও সম্পর্কের ভুল বুঝাবুঝি হ্রাস করার সময়।

-আমাদের কাজ-কর্ম সম্ভাব্যতার সাথে মূল্যায়ন করার সুযোগ

-আমাদের চিন্তা, কাজ, আবেগ-অনুভূতির অনন্য উপায় প্রকাশের সুযোগ

-অন্যেরা কিভাবে চিন্তা, কাজ ও অনুভব করে তা উপলব্ধি, শ্রদ্ধা ও গ্রহণ করা দেখাতে সুযোগ।

-ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর পরস্পরকে প্রকাশ করার সুযোগ।

ঙ।। আচরণ: বিরোধ নিরাসনে সহায়ক

১। 'আমি' শব্দটি ব্যবহার: অন্যজন যেন জানে আমি বিরোধে কেমন অনুভব করি, কি প্রতিক্রিয়া করি, আমার কোন অধিকার এতে অবজ্ঞাত/উপেক্ষিত হচ্ছে।

২। আক্রমনাত্মক না হয়ে, ইতিবাচক হওয়া: আমি আমার অনুভূতি ও কাজের কথা বলি- ফোকাস করি আমি কিভাবে আচরণ করছি, চিন্তা করছি ও অনুভব করছি-অন্যে কিভাবে কাজ করছে তা প্রাধান্য না দিয়ে।

৩। ঠান্ডা মেজাজে যুক্তি দিয়ে কথা বলা: তা' করলে অন্যে আমার কথা শুনবে এবং আমিও নিজের উপর ভাল নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারব। তা না হলে অন্যজন রক্ষণাত্মক মনোভাবে পরিচালিত হবে।

৪। দোষারূপ না করা: এটা যোগাযোগ প্রবাহ অব্যাহত রাখবে। ইহা পরস্পরের আবেগ-অনুভূতিকে উপলব্ধি করতে ও সহমর্মিতাকে উৎসাহিত করবে।

৫। নিরাময়ের পরিবেশ সৃষ্টি: ক্ষত নিরাময় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই যেন অনুভব করতে পারে যে তারা উপলব্ধ হয়, তাদের কথা শ্রবণ করা হয়, তাদের অধিকারকে শ্রদ্ধা করা হয়।

৬। ক্ষমা করতে ইচ্ছুক: এটা নিরাময়ের জন্য শক্তিশালী অস্ত্র। অন্যদের ক্ষমা দানে ব্যক্তিগত বৃদ্ধির সুযোগ তাদের আঘাত ও আমার বেদনা দূর করার।

৭। ভুলে যেতে ইচ্ছুক: একবার সমাধান হলে 'এটা শেষ'-- তা' মন থেকে দূর করা, ভবিষ্যতে তা' আর মনে না আনা।

৮। সরল হওয়া: এটা প্রয়োজন যে বিরোধে আমার অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিজের ও অন্যদের সাথে অকপট ও বিশ্বস্থ হব।

৯। বিষয়ের চেয়ে অনুভূতির উপর ফোকাস দান: বিরোধ নিরসনে কার্যকরী শ্রবণ ও সাড়াদান প্রধান উপাদান। আমার উচিত অন্যদের আবেগ-অনুভুতি শ্রবণ এবং সহমর্মিতা ও উপলব্ধির সাথে তা অনুধ্যান করা।

১০। নিজের ও অন্যদের জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন: বিরোধ নিরসনে প্রয়োজন শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা: প্রতিহিংসা পরায়নতা, ভয় প্রদর্শন, অভিযোগ, ছোট করা, অবজ্ঞা, ঈর্ষা প্রভৃতি সহায়ক হতে পারে না।

১১। ক্ষমা চাইতে ও ভুল স্বীকার করতে ইচ্ছুক: বিরোধ সমাধানে আমার আচরণের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও ভুল স্বীকার করা প্রয়োজন।

১২। সমঝোতায় আসতে ইচ্ছুক: আমি যদি নিজ স্থানে এটে থাকি, তা হলে অন্যকে আবদ্ধ রাখি। বিরোধ সমাধানে সার্থক হতে হলে, যেখানে বিষয়টির চরম বৈপরিত্য, সেখানে মাঝামাঝি পৌঁছার প্রয়োজনীয়তা আছে যদি আমরা জয়ী মনোভাব অভিজ্ঞতা করতে চাই। শুধুমাত্র, আপস-মীমাংসার মাধ্যমে, একজন বিরোধপূর্ণ অবস্থায় জয়ী হতে পারে।

চ।। বিরোধে কতিপয় প্রতিক্রিয়া

১। পরিহার: "আমি এখান থেকে দূরে থাকব", আদম পাপ করার ফলে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে *(আদি ৩:৯-১০)*

২। মানিয়ে নেওয়া: "আমি ছাড় দিব", যে কোন মূল্যে লোট ও আব্রাহাম সম্পর্ক ধরে রাখতে চায় *(আদি ১৩:৫-৯)*।

৩। আপোষ মীমাংসা: " আমি তোমাকে মাঝ পথে দেখা করব" প্রে.কা. ১৫:১-৩৫)- কম বিজয়, কম হারানো।

৪। প্রতিযোগিতা: "আমি আমার পথ দেখব", জোনাথনের প্রতি শৌলের ক্রোধ *(২ সামূ ২০:৩০-৩৩)*- জয় মানে ধরে নেওয়া হয় যে বিরোধে মাত্র দুটো সম্ভাবনা: জয়ী হওয়া বা হেরে যাওয়া।

৫। একযোগে কাজ: "প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য আমরা একসাথে কাজ করি"-জ্ঞান সম্পর্ক উন্মোচন করে *(প্রবচন ২৭:৫-৬)*

ছ।। বিরোধ নিষ্পত্তিতে পদ্ধতি

বিভিন্ন ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন বিরোধ মেটাতে। এসব কিছু সাধারণত: বাল্যকালে মানুষ শিক্ষালাভ করে। পরবর্তীতে বাল্যকালের অর্জিত মনোভাব বদল হতে পারে, তবে, তা' খুবই স্লো ও বেদনাদায়ক কারণ অচেতন মনে বাঁধার সন্মুখীন হয় ব্যক্তি।

বিরোধ নিরসনে আমরা নতুন কিছু কার্যকরী উপায় ব্যবহার করতে পারি। বিরোধে লিপ্ত হলে, আমরা দুটি বিষয় বিবেচনা করি।

১) আমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জন

২) অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে বিরোধ মীমাংসা করার কতিপয় পদ্ধতি

১।প্রত্যাহার/সরেআসা=Withdrawing (প্রতীক-কচ্ছপ): কচ্ছপ বিরোধ থেকে সরে এসে তার কোষে প্রবেশ করে। সে নিজের লক্ষ্য ও সম্পর্ক ছেড়ে দেয়। সে মোকাবেলা করার চেয়ে বিরোধ থেকে সরে আসা ভাল ও সহজতর বলে মনে করে।

-আমাদের সমাজে কেউ কেউ আছেন যারা অনেক কিছু থেকে সরে থাকতে চায়: সংঘ, সমিতি, মিটিং, নতুন ধারণা ও পদ্ধতি। তারা হতাশা, নিরাশায় ভুগে/তারা হয় সমালোচক, নিন্দুক এবং নেতিবাচক মনোভাবী ।

২। বলপ্রয়োগ/জোর করা =Forcing (প্রতীক=হাঙর): হাঙর তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জোর প্রয়োগ করে বিরোধ সমাধান (সিদ্ধান্ত) গ্রহণ করার জন্য। তার জন্য লক্ষ্য/উদ্দেশ্য হল গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্ক তার জন্য ক্ষুদ্র বিষয়। যে কোন মূল্যে সে তার উদ্দেশ্য অর্জনের পথ খুঁজে।

-সমাজে মানুষ আছে যারা প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধীতাকারীদের উপর জোর খাটায়- সর্বদা জয়ী হবার জন্য সবকিছু করে। তারা হয় অহংকারী, কিন্তু বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান, শক্তির বাহাদুরী দেখায়, মানুষকে ভুলাতে পারে। কিছু হারানো বা ছাড় দেওয়া তাদের জন্য দুর্বলতা। বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক নেতা ও ক্ষমতায় যারা, তারা এই প্রকৃতির।

৩। মধুভাষী-শান্ত-কোমল=Smoothing (প্রতীক=Teddy Bear): এদের জন্য সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ-তাদের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য কম গুরুত্বপূর্ণ। এরা চায়, অন্যেরা তাদের গ্রহণ করুক, পছন্দ করুক। সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তারা নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড় দেয়।

-আমরা অনেকেই বিরোধকে ভয় পাই-তা এড়াতে চাই। বিরোধ চলতে থাকলে কারও সমস্যা ও ক্ষতি হবে। তাই, অন্যদের সাথে সম্পর্ক ভাল রাখতে চাই বলে, আমরা ছাড় দেই, ত্যাগস্বীকার করি, মানসিক কষ্ট পাই। অন্যদের মন্তব্যে আমরা ভয় পাই, দুশ্চিন্তা ও টেনশনে থাকি। -এ ধরনের মানুষ জীবনে মানসিক কষ্টে দিন কাটায়। তার ত্যাগ, কষ্ট, প্রায়ই কেউ মূল্য দেয় না বরং দুর্বলতা ভেবে

সুযোগ নেয় অন্যেরা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।

৪।টিপে ধরা=Nipping(প্রতীক=কাকড়া): এরা হাঙর ও শেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। তারা হাঙরের চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল ও সহনশীল। হাঙরের মত এরা আক্রমনাত্মক নয় ও সরাসরি কিছু করে না। এরা পার্শ্বাভিমূখী- সাইডে থাকে যেন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। এরা লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ভিন্ন কর্ণার থেকে প্রস্তুত থাকে। এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের আঘাত করতে বা দুঃখ দিতে চায় না, কিন্তু যার প্রয়োজন তাকে একটু চেপে ধরে, চিমটি কাটে। সম্পর্কের চেয়ে লক্ষ্য- উদ্দেশ্য এদের কাছে কিছুটা বেশি আকাঙ্খিত।

-আমাদের মধ্যেও কেউ আছে, যারা কাকড়ার মত কাউকে চেপে ধরে সাইডে থেকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। এ ধরণের লোকেরা হয় চালাক, বৃদ্ধিমান কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সমালোচক ও নিন্দুক।

৫।আপোষ-মীমাংসা=Compromising(প্রতীক=শিয়াল): এরা অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য উদারভাবে ও সহনীয়ভাবে নেয়। তারা আপোষ মীমাংসা খুঁজে। এরা এদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড় দেয়। এরা অন্যদেরকেও তা করতে বিশ্বাস জানায়।

-এ ধরনের লোক সমাজে রয়েছে, বিশেষত: ধর্ম, নৈতিকতা, বিশ্বাস সংক্রান্ত বিরোধে এ প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়।

৬।যত্ন ও ভালবাসাপূর্ণ মুখোমুখী=Caring Confrontation (প্রতীক=পেচা): এরা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সর্ম্পককে অনেক মূল্য দেয়। এরা বিরোধকে সমস্যারুপে দেখে, তা সমাধানে আগ্রহী। এরা এমন সমাধান চায় যাতে এদের ও অন্যদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সেজন্য তারা অন্যকে সাদরে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। আগের ঘটনা ভুলে ভালবাসার আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে।

এই শেষ পদ্ধতিটিই আমাদের সমাজে প্রয়োগ করা সুপারিশ করা যায়। এটাই হল বিরোধ মীমাংসার চাবি-কাঠি। বিরোধ-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত একজন সন্তুষ্ট হয় না। তারা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্ক দুটোকেই মূল্য দেয়।

এই বিষয়টি বর্তমানে বহুল আলোচিত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সিনোডাল মণ্ডলী' বুঝতে, গ্রহণ করতে ও কার্যকরী করতে সহায়ক হতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। জুন-আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইংলান্ড 'Community and Pastoral Leadership' কোর্সে ক্লাশ ও নোট।

(৮ পৃষ্ঠার পর...)

পিতার কাছ থেকে প্রবাহিত হয়ে তাঁরই সঙ্গে মিশে গেছে ও আবার পিতারই অভিমুখে ছুটে চলেছে। পুত্র যিনি, তিনি সমস্ত সৃষ্টির অগ্রজ তিনিও সৃষ্টির ধারা একই সঙ্গে বহমান। পুত্র ঈশ্বর হতে জাত বলেই এই সংসার ও প্রতিটি মানুষ তাঁর মধ্যে ও তাঁর মাধ্যমে সকলের একমাত্র উৎস ঈশ্বরের অভিমুখে চলেছে। তাই 'এই পৃথিবীর অস্তিত্ব কেন' এই প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত আমাদের খুঁজতে হবে "ত্রি-পুরুষ ঈশ্বরের প্রেমে"। জগতের যত সৃষ্টি তার মধ্যে তিনি সদা বিরাজিত – যিনি ঈশ্বরের আদি বাণী। আমরা বিশ্বাস করি এ বাণী দেহ ধারণ করে আমাদের সঙ্গে বাস করে গেছেন। তিনি মানব-পুত্র । তিনি সেই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ । খ্রিস্টীয় কল্যাণ-বার্তা আমাদের যাত্রাপথে যে জীবন- বাণী ও জীবন-প্রতীক আমাদের দিয়েছে তা এই কথাই বলে যে, আমাদের জীবন-স্বামী ঈশ্বরকে আমাদের ভালোবাসতে হবে মন, প্রাণ, হৃদয় দিয়ে এবং ঠিক তেমনি জোর দিয়ে নিজেদের মত করে ভালোবাসতে হবে আমাদের প্রতিবেশিদের, আমাদের চারপাশের মানুষকে।

সহায়কগ্রন্থ :

পরিপ্রশ্ন

বিজ্ঞ-১১৪/২৪

ক্যান্টিন

ছনি মজেছ

সদ্য পাশ করে, ছাত্রত্বের গন্ধ চারপাশে; এমন স্থীতিতে সপ্নগুলো যেন চোখের সাদা-কালো মনি ঠিকড়ে রঙ্গিন হয়ে বার বার এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়; যেন পৃথিবীটাকেই জয় করে নিবে এক নিমিষে।

'সাহস' এবার বিএসএস পাশ করে বেড়িয়েছে; কলেজ গেটের বাইরে দাড়িয়ে, হাতে একটা কাঠির ডগায় আমড়া গাঁথা, কিছুক্ষণ পর পর ছোট ছোট কামড় বসাচ্ছে। কিন্তু চোখ দুটো খুঁজে ফিরছে সতীর্থদের, নাহ্ দেখা যাচ্ছেনা কাউকে সবাই যেন কেমন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সাহস রাস্তার উল্টোদিকে আরো ভালভাবে দেখার চেষ্টা করছে, হুম হ্যাঁ.. এইবার ঠিকই একজন আসছে। ডান হাতের দু-আঙ্গুলের মাঝে একটা শঁলাকা ধোঁয়া উড়ছে, চোখে চোখ পড়তেই বাম হাতে ইশারা করলো। কোন দিকে গুরুত্ব না দিয়ে চলন্ত রাস্তার মাঝদিয়ে হেঁটে সোজা সামনে ; আর পেছনে কারো কারো অভিযোগের সশব্দ সম্ভাষণ "বাপের রাস্তা, কিসু হইলেত ডেরাইভারের দুষ, হালায় শিক্ষিত বেক্কল, জমিদারী আছে মনে হয়" !

মসুদ! কোন কথা না বলে আমড়া কাঠিটা নিয়ে কামড় বসাল আর সাহসের হাতে গুজে দিল জলন্ত শলাকা। সাহস কোন কথা না বলে দুটো টানে ধোঁয়ার ফোয়ারা ছড়ালো বাতাসে, মাসুদ জানতে চায়, "আর সবাই কইরে"? উত্তরে সাহস হতাশ ভঙ্গিতে জানায়, 'জানিনা। একটু নড়ে-চড়ে মাসুদের স্থির চোখ "আমার রোল নাম্বারটা দেখেছিস? সাহস ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে শান্তভাবে তারপর পকেট হাতরে একটা সিগারেটের চকচকে এ্যালুমিনিয়ামের কাগজ বের করে - "বুলেটিন বোর্ডে খুঁজে দেখার সময় নেই, এখানে ১৩ টা নাম্বার আছে, পাশ করলেও এখানে - ফেল করলেও এখানে। মাসুদ বোকার মত তাকিয়ে থাকে, ভাবনাতে অস্বস্তি ৯৬ জন ছাত্রের মাঝে শুধু ১৩ জনের নাম্বার! "এই শোন! আমি বুঝে গেছি, চল্লাম! ঘুরতে যাবে পা বাড়ায়, এবার সাহসের ঠোঁট নড়ে '১১ জন থার্ড ডিভিশন, ২ জন সেকেন্ড ডিভিশন, তোর নাম্বারটাও ১১ জনের মাঝেই আছে। মাসুদ ঘুরে দাঁড়িয়ে সাহসের কাছ থেকে কাগজটা এক ঝটকায় নিয়ে খুব ভালভাবে দেখতে থাকে, হ্যাঁ ঠিকইতো ওর নাম্বারটা আছে কিন্তু তারপরও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছেনা! সাহস চল ভেতরে চল বুলেটিন বোর্ড দেখবো তারপর সোজা ক্যান্টিনে, চল চল ! সাহস কথা না বাড়িয়ে ওর পেছন পেছন ঢুকে পড়ে কারণ খিদেটাও কেমন চন-মন করছে ভেতরে গেলে দুটো সিঙ্গাড়া অন্তত জুটবে ।

চায়ের কাপে কুন্ডলি পাকানো ধোঁয়া, মাসুদ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধোঁয়া সড়িয়ে আবার দেখছে, আবার ধোঁয়া, আলতো চুমুকে মুখে একটু চা পুরে নিলো, সাহসের সামনে প্লেটে একটা সিঙ্গাড়া, হাতে আধভাঙ্গা একটা সেখান থেকেও গরম বাষ্পের কুন্ডুলি ফুঁ দিয়ে ছোট্ট একটা কামড় বসালো, মুখের ভিতর মরিচের ঝালটা বেশ তাড়িয়ে-তাড়িয়ে উপভোগ করছে, পাশে রাখা তেঁতুলগোলা জলের বাটিতে সিঙ্গাড়ার কিছুটা অংশ ডুবিয়ে মুখে পুরে দিল, এবারের টক টক স্বাদটা জীভের আনাচে-কানাচে নেড়ে- চেড়ে দেখছে। 'জানিস মাসুদ যেখানেই থাকিনা কেন ক্যান্টিনের এই পাতলা তেঁতুলগোলা জল, মানে তোরা যাকে সস্ বলছিস এটাকে কিন্তু খুব মিস করবো। মাসুদ কোন কথা বলছেনা চায়ের কাপের অর্ধেকটা নেমে গেছে আর কোন ধোঁয়া দেখা যাচ্ছেনা, কাপটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে হালকা চুমুক। 'এ্যমএসএসটা কোন কলেজে কমপ্লিট করবি? সাহস একটু ভেবে নিয়ে, 'অর্থনীতি আর সমাজকল্যাণে কিছুটা মার্কস্ পেয়েছি দেখি কোন কলেজে সুযোগ হয়!' আর তুই কোন কলেজের কথা ভাবছিস? মাসুদ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে, সাহস তাকিয়ে থাকে ওর জবাবের আশায়। মাসুদ অলস ভঙ্গিতে জানায় 'বাবা চাইছে তার ব্যবসাটার হাল ধরি তাই আগামী দু-তিন বছর দেশের বাইরে থেকে ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো বিষয়ের উপর পড়াশুনা করে আসতে হবে। আর এখন সেটা নিয়েই ভাবছি!' চোখ ঘুড়িয়ে ক্যান্টিনের কাউন্টারের দিকে তাকাতেই, আরে সাহস ঐতো, আমাদের আদনান দেখ দেখ; চিৎকার করে ডাকে আদনান .. এই আদনান!' শব্দের উৎস লক্ষ্য করে আদনান সাহস আর মাসুদের টেবিলটাকে ভালভাবে দেখে সনাক্ত করে এগিয়ে আসে ধীর পায়ে ; এমনিতেই আদনান কিছুটা শান্ত স্বভাবের। ওর মুখটাতে কালো মেঘ জমে আছে, যেন খোঁচা লাগলেই ফুটো হয়ে অঝরে ঝড়ে পড়বে; চোখটাও কেমন ফুলে আছে, লালচে ঘোলাটে ভাব। টেবিলের সামনে এসে একমূহুর্ত দাঁড়িয়ে থাকে, হাত বাড়িয়ে প্লেটে রাখা সিঙ্গারাটা তুলে নেয় খেতে থাকে। দুজনেই তাকিয়ে থাকে আদনানেব দিকে, কারণ যেটা ঘটছে তা একেবারেই ওর স্বভাব বিরুদ্ধ ! আদনান ভাল ছাত্র, প্রথম সারির দশজনের মধ্যে একজন হিসেবে ওর জায়গাটা বেশ পোক্ত ; নিতান্তই সাধারণ মানের ছাত্রদের চেয়ে ওর অবস্থান যথেষ্ট উচুঁ মার্গীয় কিন্তু কিভাবে বাংলায় ফেল করে বসলো তা কারোর মাথাতেই ঢুকছিলোনা । পিঠে হাত দিতেই ভেউ ভেউ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ।।

আশ-পাশের টেবিল থেকে জুনিয়র ছাত্ররা উৎসুক চোখে দৃশ্যগুলো বেশ রসিয়ে রসিয়ে গিলছিলো, এভাবেই পনের-বিশ মিনিট পার হয়ে যায়, খুব কাতর স্বরে মৃদু কণ্ঠে বলে 'বাবা খুব কষ্ট পাবে, মা হয়ত কিছুই বলবেনা!" ক্যান্টিনের দরজা থেকে কারো ডাকে চোখ ফেরে 'চন্দন' ততক্ষনে টেবিলের সামনে এসে দাড়ায় 'তোরা এখানে বসে থাকিসনা মাঠে সবাই আছে, চল চল.. এই আদনান! শালা কাঁদবিনা, বেটা আমিও ফেল করেছি! এবার চলত বাইরে চল সবাই মাঠে আছে। আদনানকে সাথে নিয়ে কলেজ মাঠের একটা প্রান্তে চলে ; সেখানে সবাই বিশাল গোল করে বসা, যেন কিছুই ঘটেনি।

সেটাই ছিলো বন্ধুদের সাথে শেষ আড্ডা, কলেজ ক্যান্টিনের শেষ আস্বাদন। অনেকগুলো বছর কেটে গেলো, অনেকের সাথেই যোগাযোগ নেই, কে কোথায় আছে কেমন আছে জানা নেই। আজ সাহস একটা ছোট এনজিও -তে কাজ করে, সামান্য যা পায় তা দিয়ে স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে কোনরকম চলে যায়; তবে আজও প্রানটা কাঁদে যদি আবার ঐ ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দেওয়া যেত, সেই পাতলা তেঁতুলগোলা জল, সেই সিঙ্গাড়া আর ধূমায়ীত চায়ের কাপ !!!!

আমি সুখ খুঁজি

ক্ষুদীরাম দাস

আমি সুখ খুঁজি
সুখ তো খুঁজেই নিতে হয়।
সুখকে আঁকড়ে না ধরলে
দুঃখরা আহ্বান করে-চেপে ধরে।

আমি সুখ খুঁজি
অন্যের সুখে তুলনা করি বোকার মতো,
সুখ তো নিজেরই কাছে,
দুঃখরা উঁকি মারে
সুখ পাওয়া না পাওয়ার বাঁকে বাঁকে
ঘুরে ফিরে সুখ পেতে শিখি।

আমি সুখ খুঁজি
জীবনের পরতে পরতে শুধু ভুল আর ভুল
আমি দুঃখ ভুলি না, তাই কূল পাই না।
ভুলের ক্ষমা চাইতে হয়, ভুলের ক্ষমা
দিতে হয়
অন্যথায় সুখ হারাবে দুঃখের পাঁকে।

আমি সুখ খুঁজি
আমি মুক্ত আকাশ জয়ে উড়ি
আকাশটাকে দেখবো বলে;
দুঃখরা সব পালিয়ে যাবে
আমি দেখবো রঙিন প্রজাপতি।

স্বাস্থ্যকথা

গরমে বাড়ছে বিভিন্ন রোগ, প্রতিকার পাবেন যেভাবে

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। দেশটি নাতিশীতোষ্ণ বলেও পরিচিত। কিন্তু এ অঞ্চলে গ্রিন হাউস প্রভাবের ফলে গ্রীষ্ম, শীত ও বর্ষাই বেশি প্রতীয়মান হয়। গ্রীষ্মের তাপ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তবু প্রতিটি ঋতু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। প্রতিটি ঋতুর যেমন কমনীয় এবং উপভোগ্য দিক রয়েছে, তেমনি তার অস্বস্তিকর এবং ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে। গ্রীষ্মকালও এর ব্যতিক্রম নয়। গ্রীষ্মের গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া যা অনেকের স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে এসব সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

পানিশূন্যতা

বছরের অন্য সময়ের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা থাকে অত্যধিক। এ সময় শরীরের মূল তাপমাত্রা স্বাভাবিক সীমায় রাখার জন্য শরীর অতিরিক্ত ঘামের মাধ্যমে তাপ নির্গত করে। যার ফলে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যাওয়ায় শরীরে তরলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে, যাকে আমরা পানিস্বল্পতা বা ডিহাইড্রেশন বলি। পানিস্বল্পতার লক্ষণগুলো হলো- সব সময় তৃষ্ণার্ত অনুভব করা, অল্প এবং গাঢ় আভাযুক্ত প্রস্রাব, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, মাথা শূন্যভাব ও দিশেহারা ভাব। নিয়মিত বিরতিতে প্রচুর পানি পান করে আমরা এ সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করতে পারি। কচি ডাবের পানি, লবণ পানির শরবত বা লাচ্চি পান করা যেতে পারে। তরমুজ, আঙুর, পেঁপে বা আমের মতো অনেক পানিযুক্ত ফল খাওয়া উচিত, যাতে শরীরের পানিশূন্যতা পূরণ হয়।

মাথাব্যথা

ডিহাইড্রেশনের ফলে গ্রীষ্মকালে মাথাব্যথা একটি সাধারণ ব্যাপার, যা গ্রীষ্মকালীন মাথাব্যথা নামে পরিচিত। পানিস্বল্পতা পূরণ করে মাথাব্যথা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তাপজনিত রোগ

এ সময় তাপজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। গরমে মৃদু থেকে তীব্র তাপজনিত রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এটি সূর্যালোকে থাকার সময় ও পরিশ্রমের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এগুলো হলো-

❑ **হিট ক্র্যাম্প :** গরম তাপমাত্রায় অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ব্যায়াম করলে প্রচুর ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে বেদনাদায়ক পেশি সংকোচন হয়। লবণবিহীন শুধু পানি পান করলে এটি আরও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে শরীরের মূল তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না। হিট ক্র্যাম্প দেখা দিলে খাবার স্যালাইন বা লবণের শরবত খেলে উপসর্গ দ্রুত উপশম হয়।

❑ **তাপ নিঃশেষণ :** গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করলে তাপ নিঃসরণ ঘটে। প্রচুর ঘাম এবং অপর্যাপ্ত লবণ ও পানি প্রতিস্থাপনের ফলে মূল তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, ফলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দেয়-

❑ চামড়া গরম এবং ঘাম।

❑ মাথাব্যথা, দুর্বলতা, ক্লান্তি, বিরক্তিভাব।

❑ ডিহাইড্রেশন, দ্রুত নাড়ির গতি।

এ রকম পরিস্থিতিতে রোগীকে তাপ থেকে ছায়ায় নিয়ে যেতে হবে। কাপড়- চোপড় খুলে ঠান্ডা পানি স্প্রে করে ফ্যান ছেড়ে শীতল করতে হবে। পানিস্বল্পতা পূরণের জন্য খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে বা শিরায় স্যালাইন দিতে হবে। চিকিৎসা না করা হলে, তাপ নিঃসরণ হিট স্ট্রোকে পরিণত হতে পারে।

❑ **হিট স্ট্রোক :** যখন শরীরের মূল তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে বেড়ে যায়, তখন হিট স্ট্রোক ঘটে এবং এটি একটি জীবন-হুমকির অবস্থা। হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো হলো-

❑ রোগীর ত্বক খুব গরম অনুভূত হয় এবং ঘাম থাকে না অর্থাৎ চামড়া শুষ্ক।

❍ মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বমি।

❍ মাংসপেশি কাঁপুনি এবং বিভ্রান্তি।

❍ উত্তেজিত বা জ্ঞান হারানো।

হিট স্ট্রোক একটি জরুরি অবস্থা এবং এর মৃত্যুর হার বেশি। তাই অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ গরমের সময় বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন। যদি বাইরে যেতেই হয়, তবে হালকা কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে বের হবেন। প্রখর রোদে ঘোরাঘুরির পরিবর্তে ঠাণ্ডা জায়গায় থাকার চেষ্টা করুন।

হাঁপানির আক্রমণ

গ্রীষ্মের শুরুতে হাঁপানির আক্রমণ বেশি দেখা দেয়, যখন ফুল ফোটে এবং ফুলের রেণু বাতাসে উড়ে বেড়ায়, বিশেষ করে অ্যালার্জিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে। আপনার যদি হাঁপানি থাকে তাহলে বাইরে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করে পরাগের সংস্পর্শ এড়ানোর মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে পারেন।

খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ

❑ খাদ্যে বিষক্রিয়া

গ্রীষ্মকালে খাদ্যে বিষক্রিয়া বেশি হয় যখন সালমোনেলা এবং ক্লোস্ট্রিডিয়ামের মতো কিছু বিপজ্জনক অণুজীব খাদ্যে বৃদ্ধি পায়। রাস্তার পাশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের খাবার খেলে পেট খারাপ বেশি হয়। খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ হলো-

❍ পেট ব্যথা।

❍ বমি বমি ভাব এবং বমি।

❍ পাতলা পায়খানা (ডায়রিয়া)।

❍ জ্বর।

কম রান্না করা মাংস, কাঁচা শাকসবজি, মাছ এবং ফাস্ট ফুড এড়িয়ে এটি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যদি কেউ খাদ্যে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন, তাহলে খাবার স্যালাইন খাবেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা এবং টাইফয়েড

এসব হলো পানিবাহিত রোগ, যা গ্রীষ্মের মাসগুলোতে বেশি দেখা যায় এবং দূষিত খাবার বা পানি এড়িয়ে চলার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায়।

জন্ডিস

আরেকটি মারাত্মক রোগ, যা গ্রীষ্মের মাসগুলোতে বেশি দেখা যায়। এ অবস্থা দূষিত খাবার বা পানি গ্রহণ করলে যে কারও হতে পারে। হেপাটাইটিস এ এবং ই-ভাইরাস দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং সংক্রমিত ব্যক্তির মল দ্বারা পানি বা খাবার দূষিত হয়। জন্ডিস গুরুতর হয়ে উঠতে পারে এবং জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

নিরাপদ গ্রীষ্মের জন্য অতিরিক্ত তাপের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত উপায়গুলো অবলম্বন করুন।

❍ প্রচুর পানি পান করুন এবং নিজেকে হাইড্রেটেড রাখতে বাড়িতে এবং ভ্রমণের সময় ডাবের পানি এবং লেবুর শরবত পান করুন। দিনে কমপক্ষে ১০-১২ গ্লাস তরল পান করুন।

❍ ঢিলেঢালা, হালকা রঙের পোশাক পরুন। কারণ গাঢ় রঙের পোশাক বেশি তাপ শোষণ করে এবং আঁটসাট পোশাক শরীরকে ঘামতে দেয় না। হালকা এবং শোষণকারী সুতার পোশাক ব্যবহার করুন।

❍ ভ্রমণ বা বাইরে কাজের সময় ভারী পরিশ্রম এড়িয়ে চলুন; প্রয়োজনে ছায়াযুক্ত স্থানে বিশ্রাম করুন।

❍ সূর্যের রশ্মির কারণে রোদে পোড়া হলে আরামের জন্য বরফের প্যাক এবং ব্যথা উপশমকারী মলম প্রয়োগ করুন।

❍ হাত সঠিকভাবে ধুয়ে নিন। খাবার তৈরি এবং পরিবেশন করার সময় সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

❍ গ্রীষ্মের দিনে আধা-সিদ্ধ খাবার এবং রাস্তার খাবার খাবেন না। তরমুজ, শসা, আখ এবং আমের মতো তাজা রসালো ফল খাওয়ার চেষ্টা করুন।

❍ দুপুরে রোদের সময় বাড়ির জানালা খোলা রাখুন, যাতে তাপ বাড়ির ভেতরে আটকে না যায়।

❍ খাবার স্যালাইন (ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন)-এর মজুত রাখুন। এগুলো সহজেই কিনতে পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায়, আপনি নিজে এগুলো বাড়িতে তৈরি করতে পারেন।

❍ সূর্যের তাপ এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে দুপুর থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত, যখন সূর্যের রশ্মি সরাসরি লম্বাভাবে পড়ে।

❍ ভ্রমণ বা বাইরে কাজের সময় সানগ্লাসসহ ক্যাপ পরে সূর্যের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

সবখানেই বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমতার ব্যবহার হচ্ছে। 'এ আই' প্রযুক্তির অনেক বিষয়ই এখনো অনেকের অজানা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি অ্যাপলের সফটওয়্যার মেমরির মতো ভার্চুয়াল সহকারির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এটি চিকিৎসকদের এমআরআইয়ের মাধ্যমে ক্যানসার সনাক্ত করার কাজে সহায়তা করছে। এ ছাড়াও কাজ করছে মুঠোফোনের মাধ্যমে চেহারা সনাক্ত করতে। যেসব প্রোগ্রামে ব্যবহার করে কনটেন্টে তৈরী করা যায় সে গুলোকে চাঙা করে তুলছে এ আই (Artificial intelligence) চ্যাট জিপিটি ও বার্ডের মত চ্যাটবটগুলো সফটওয়্যার কোড লেখার পাশাপাশি বই লেখার কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন কণ্ঠস্বর প্রয়োগের প্রোগ্রামগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারকাদের মত কণ্ঠস্বর করে দিচ্ছে। অল্প কিছু টেক্সট দিয়েই দারুণ ছবি তৈরি করে দিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমান প্রোগাম।

প্রযুক্তি শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে এই যুগান্তকারী প্রযুক্তি। এখনও পর্যন্ত সব প্রোগ্রাম কি ভাবে কাজ করে বা করবে তা নিয়ে এখন সমস্যায় পড়েছে বিশেষজ্ঞরা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতের এই অগ্রগতি অমিত সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্টের নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞানের অধ্যাপক ল্যারি বার্ণবাউম বলেন, সাধারণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত কাজ করতে যন্ত্র তৈরী ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় - এই কাজ কোন মানুষ করলে আমরা তাকে বুদ্ধিমান বলে থাকি । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূলত গাণিতিক পদ্ধতি যা কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসাবে কাজ করে কয়েক দশক ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূলত বিশ্লেষণী কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে বিশাল তথ্যভাণ্ডার (বিশাল ডেটা সেট) বিশ্লেষণ করে যে কোন ধরনের কাজে সুবিধা পাওয়া যায়। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে কোন শব্দ, ছবি, ভিডিওর মত জটিল বিষয়টিকে অনুকরণ করা যায়। অনেক সময় মানুষের সৃজনশীলতার মত জটিল বিষয়টি অনুকরণ করে থাকে। বর্তমানের জনপ্রিয় চ্যাটবট চ্যাট জিপিটি ও ছবি প্রস্তুতকারক প্রোগ্রামে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ যেভাবে চিন্তা করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তা পারে না। এটি অনেক সময় একই ধরনের এবং একই মানের কাজ করে থাকে। বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা টুল মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তা বিকাশ করে। এই প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার নিজে থেকে অনেক কিছু শেখে। এতে আলাদা করে কোনো কম্পিউটারকে বিপুলসংখ্যক তথ্য যোগান দিলে এটি বিভিন্ন প্যাটার্ন বা ধরণ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এই প্রক্রিয়ার মূল হচ্ছে "নিউরাল নেটওয়ার্ক"।

গবেষকরা বলছেন, ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইনটিলিজেন্সের (AGI) দিকে এগোবে। এটি এমন একটি সীমা যেখানে বুদ্ধিমত্তা মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে, এমনকি মানুষের বুদ্ধি মত্তাকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এ জি আই অর্জনের কাছাকাছি পৌছে গেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভিজ্ঞতা নেওয়ার সবচেয়ে সাধারণ উপায় হচ্ছে চ্যাটবটের ব্যবহার। এটা উন্নত বার্তা আদান- প্রদানের অ্যাপের মতো কাজ করে। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন নির্দেশ মেনে কাজ করেও অনুসন্ধানের ফল মানুষের সামনে হাজির করে। এটাই মূলত "রোবট বা বট বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছেন যে মানুষ সার্চ-ইঞ্জিনে কোনো কিছু লিখে তথ্য খোঁজার পরিবর্তে মানুষ চ্যাটবটকে প্রশ্ন সন্তোষজনক উত্তর চাইবে। এখন গুগল বা অন্য সার্চইঞ্জিন যেভাবে বিভিন্ন লিংক দেখে তথ্য পরিবেশন করে থাকে, সে পদ্ধতি বদলে যাবে।

গত বছর নভেম্বরে উন্মুক্ত হয় চ্যাটজিটিপি। এটি ভাষাগত দক্ষতায় ব্যবহারকারীদের মুগ্ধ করেছে। কখনো কখনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন সব তথ্য তৈরী করে যা আপাত বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় কিন্তু আসলে অর্থহীন। বিজ্ঞানীগণ মনে করছেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে সংবেদনশীল বলে মনে করছেন। তাঁরা মনে করেন, এটি চিন্তা করতে পারে, এর অনুভূতি আছে, তারপরও ভায়াবহ হচ্ছে যে এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আচরণ করতে পারে। এই প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করতে পারে। এ প্রযুক্তি যতই পোষ মানানোর পদ্ধতি আনা হয় বা হচ্ছে, এই পদ্ধতির উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃজনশীলতা নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। পোষ মানানোর সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠছে তখন সেটা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। মহামারি ও পারমানবিক যুদ্ধের মত ঝুঁকি রয়েছে।

জাগরণ

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

কোন্ বেদনায় নিশ্চুপ আজ কবি
শুনতে না পাও শব্দ দিকে দিকে ;
যাচ্ছে ক্ষয়ে ন্যায্যতারই বিধান
নৈতিকতা বিবর্ণ আর ফিকে ।।

কোথায় তোমার প্রকট কণ্ঠস্বর
অধর্ম আর পাপকে করবে নাশ;
ওরাই তোমার গর্ব নিলো কেড়ে
দম্ভ ভরে করছে ওরাই ত্রাস ।।

চতুর যত ফন্দিবাজের দল
খাতার পরে দিচ্ছে কালি মেখে;
আওয়াজ তুলে কলম ধরো হাতে
পিষ্ট ওদের পায়ের তলে রেখে ।।

কে সে তোমার রুদ্ধ করলো দ্বার
জমলো বুকে এতই অভিমান;
সাহস ধরো আমরা আছি সাথে
চালাও এবার ন্যায়ের অভিযান ।।

কারা তোমার ভাঙ্গলো বসত ঘর
থামিয়ে দিলো শব্দের আলোড়ন;
পথের পরে দাও ছিটিয়ে এবার
শব্দ যত, ঘটুক জাগরণ ।।

যেই বেদনায় রইলে কবি চুপ
যার ভয়ে আজ হলে নিরুদ্দেশ
তুমিই পারো ভাঙ্গতে রোশের তালা
জাগলে তুমি বাঁচবে তবে দেশ ।।

স্বাধীন বাংলাদেশ

এঞ্জেল চিসিম

স্বাধীন দেশে বাস করি,
আমরা স্বাধীন বাঙালি।
স্বাধীন দেশের জনক মোদের,
প্রিয় বঙ্গবন্ধু।
তোমার ডাকে এই দেশের,
লক্ষ মুক্তিসেনা,
রক্ত দিয়ে লিখে গেছে,
বাংলাদেশের নাম।

ঝুঁকিতে বাংলাদেশ উপকূল; যেদিন আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'

আগামী ২৬ মে সরাসরি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ তৈরি হচ্ছে। যা ঘনীভূত হয়ে ধাপে ধাপে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক বলেন, বুধবারের (২২ মে) মধ্যে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণপশ্চিম ও আশেপাশের এলাকায় একটি লঘুচাপ তৈরি হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় কোথায় আঘাত হানতে পারে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, নিম্নচাপ হওয়ার পর বলা যাবে কোনদিকে যাবে।

তবে বিশ্বের বিভিন্ন আবহাওয়া মডেলের বরাত দিয়ে কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে আবহাওয়া ও জলবায়ুবিষয়ক পিএইচডি গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ বলেন, ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' ২৬ মে সকাল ৬টার পর থেকে রাত ১২টার মধ্যে বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলা থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার মধ্যবর্তী উপকূলীয় এলাকার ওপর দিয়ে স্থল ভাগে আঘাত করতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়টি যদি জোয়ারের সময় উপকূলে আঘাত হানা শুরু করে তবে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলীয় এলাকাগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ থেকে ১০ ফুট বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হওয়ার প্রবল আশংকা করা যাচ্ছে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিসহ কয়েকজন নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁরা নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন।

সোমবার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ইরানের অন্তবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবারের কাছে এ নিয়ে আলাদা আলাদা শোকবার্তা পাঠান।

রাষ্ট্রপতি তাঁর শোকবার্তায় বলেন, 'বিভিন্ন সংকটে প্রেসিডেন্ট রাইসির দূরদর্শী পদক্ষেপ ও তাঁর সাহস আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার মডেল হয়ে থাকবে। রাইসির মৃত্যুতে ইরান একজন জ্ঞানী ও বিজ্ঞ নেতাকে হারাল।'

প্রধানমন্ত্রী তার শোকবার্তায় বলেন, 'প্রেসিডেন্ট রাইসি একজন জ্ঞানী ও নিঃস্বার্থ নেতা ছিলেন, যিনি তার দেশের সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং ইরানের জনগণের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'রাইসি একজন আন্তর্জাতিক মর্যাদার মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অনুকরণীয় নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব আমাদের জন্য একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার হিসেবে থাকবে।'

উল্লেখ্য যে, রোববার (১৯/৫) আজারবাইজানের সীমান্তের কাছে দুটি বাঁধ উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট এব্রাহিম রাইসি। এরপর হেলিকপ্টারে ইরানের উত্তর-পশ্চিমে তাবরিজ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি। তাবরিজ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে হেলিকপ্টারটি।

মাউন্ট এভারেস্টে ও লোৎসে পর্বতে লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়েছেন বাবর আলী!

বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়েছেন বাবর আলী। পঞ্চম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি ভয়ংকর এ যাত্রায় সফল হয়েছেন। হিমালয়ের শীতিধার চূড়া জয়ের জন্য বাবর আলী রওনা দিয়েছিলেন ১ এপ্রিল। চূড়াটি পর্বতের ১৫ হাজার ৫০০ ফুট ওপরে। ১৯ মে রোববার সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে সেখানে তিনি বাংলাদেশের পতাকা ওড়ান। বেসক্যাম্প টিমের বরাতে অভিযানের প্রধান সমন্বয়ক ফারহান জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাবর এভারেস্ট জয় করেই ক্ষ্যান্ত নন জানিয়ে অভিযানের প্রধান সমন্বয়ক জানান, এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছানোয় আমরা ভীষণ আনন্দিত। কিন্তু বাবর আলীর লক্ষ্য শুধু এভারেস্ট নয়। তিনি একই সঙ্গে বিশ্বের চতুর্থ উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ লোৎসেও জয় করতে চান।

বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের পর এবার বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লোৎসে পর্বতে লাল-সবুজ পতাকা ওড়ালেন বাবর আলী। মঙ্গলবার (২১ মে) বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৫ মিনিটে এ চূড়ায় পৌঁছান তিনি। এ লোৎসেতে বাবর আলীই প্রথম বাংলাদেশি। যিনি এ বিপজ্জনক খেলায় বাংলাদেশের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেছেন ৩৩ বছর বয়সী বাবর আলী। এরপর শুরু করেছিলেন চিকিৎসা পেশা। তবে থিতু হননি। চাকরি ছেড়ে দেশ-বিদেশ ঘোরার কর্মযজ্ঞ শুরু করেন।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পিএইচডি ফেলোশিপ, মাসে ২৫ হাজার টাকা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পিএইচডি গবেষকদের কাছ থেকে ফেলোশিপের জন্য আবেদন গ্রহণ চলছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পিএইচডি ফেলোশিপের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিএইচডি কোর্সে ভর্তিকৃত-অধ্যয়নরত গবেষকদের কাছ থেকে এ জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ পিএইচডি কোর্সে মাসিক ২৫ হাজার টাকা হারে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়।

১ জুলাই থেকে ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান

গত মঙ্গলবার (২১/৫) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিআরটিএ রোড সেফটি বিভাগের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মাহবুব-ই রব্বানী। তিনি বলেন, ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান তো নিয়মিত হচ্ছে। তবে এটি ১ জুলাই থেকে আরও জোরদার করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে সকল ধরনের ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান চলাচল বন্ধ করা প্রয়োজন। মোটরযানের চালক, যাত্রী, পথচারীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে আগামী ১ জুলাইয়ের মধ্যে এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ মোটরযানকে ত্রুটিমুক্ত ও দৃষ্টিনন্দন করার জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বিআরটিএ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

সুখবর, ৭ লাখ কর্মী নিবে ইতালি!

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, ইতালি আগামীতে ৭ লাখ কর্মী নিতে পারে এবং বৈধভাবে দেশটিতে দক্ষ জনবল প্রেরণ করা হবে। দুই দেশ এ বিষয়ে যৌথ উদ্যোগে কাজ করবে।

মঙ্গলবার (২১ মে) মন্ত্রণালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত অ্যান্তোনিও আলেসান্দ্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

ঢাকায় নিযুক্ত ইতালি রাষ্ট্রদূত অ্যান্তোনিও আলেসান্দ্রো জানান, 'ইতালি ও বাংলাদেশের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক। সেজন্য ইতালিতে বাংলাদেশের দক্ষ জনবলের কাজের সুযোগ তৈরি করতে আগ্রহী। ইউরোপে বৈধভাবে অনেক বাংলাদেশি যাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অবৈধভাবে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বৈধ পথে কীভাবে মাইগ্রেশন করা যায় সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। দক্ষ জনশক্তিকে ভিসা দিতে আমরাও আগ্রহী কিন্তু কখনো কখনো ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে আবেদন করা হয়। ফলে ভিসা দেওয়া সম্ভব হয় না।

ইতালি যেতে দালালদের অর্থ না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে অ্যান্তোনিও বলেন, 'দালালেরা আবেদনকারীদের কাছ থেকে বেশি অর্থ নেয়, যা কখনো কাম্য নয়। দ্রুত ভিসা দিতে আমরা বেশ কিছু বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিচ্ছি। তাই সবাইকে আহ্বান জানাই দালালদের অর্থ দেবেন না।'

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, ইত্তেফাক, বিবিসি বাংলা নিউজ

অবিশ্বস্ত বন্ধু

সিস্টার অলি তজু এসসি

এক ধনী লোকের বাড়িতে এক রাধুনি কাজ করত। সে খুবই শৌখিন ছিলেন, এবং কবুতর তার খুব পছন্দ। সে রান্না ঘরে বেশ কয়েকটি ঝুড়ি দিয়ে কবুতরের জন্য সুন্দর ঘর বানিয়ে পালতে শুরু করল। কবুতরগুলো তার কথা শুনত এবং ভাল আচরণ করত। রাধুনি তার মনিবের জন্য প্রতিদিন সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করত, কবুতরগুলি কখনো তা স্পর্শ করতনা। তারা মাঠে ঘাসের বীজ খেত, প্রতিদিন বীজ খাওয়ার জন্য মাঠে যেত। একদিন একটা কাক লক্ষ্য করল কবুতরগুলো কোথায় থাকে, কোন বাড়িতে। সে দেখল কবুতরগুলো যে বাড়িতে থাকে ঐ বাড়িটা কাকের খুবই পরিচিত ছিল কারন ঐ বাড়িতে প্রতিদিন অনেক ভালো ভালো সুস্বাদু খাবার রান্না হয়। সে প্রায়ই কিছু স্বাদ নিতে চাইত কিন্তু কখনো সুযোগ পাননি। কাক মনে মনে ভাবল কবুতরগুলো হয়ত রাধুনির রান্না প্রতিদিন উপভোগ করে। এবার কাক কবুতরের সাথে বন্ধুত্ব করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেই ভাবনা সেই কাজ । একদিন সকালে যখন তারা মাঠে বীজ খাচ্ছিল তখন কাক এসে তাদের বলল যে, সে তাদের বন্ধু হতে চায় কারন তারা অনেক দয়ালু ও সৎ। কথাটা শুনে কবুতর অবাক হলো, যেহেতু তারা খুবই বিশ্বস্ত ধরনের তাই তারা কাককে বিশ্বাস করে বন্ধু হিসেবে মেনে নেয়। এরপর থেকে প্রতিদিন কাক তাদের সাথে মাঠে দেখা করতে লাগল। কাক ঘাসের বীজ পছন্দ করত না কিন্তু কবুতরের আত্মবিশ্বাস জয় করার জন্য সে বীজ খেত। একদিন কাক তাদের জিজ্ঞেস করল যে, তারা রাধুনির রান্না করা খাবারগুলো না খেয়ে কেন ঘাসের বীজ খায়! ওগুলো খেতে তাদের ভালো লাগে কিনা জানতে চাইল। এতে কবুতর উত্তর দেয় যে সেগুলি মানুষের খাবার, তাদের খাবার হলো ঘাসের বীজ। তারা মানুষের খাবারগুলি খায়না। কাকের বিশ্বাস হলোনা তাই সে যাচাই করতে চায় ওরা সত্যি কথা বলছে কিনা। একদিন সে ভান করল যে তার বাসা ভেঙ্গে গেছে, কাঠুরি এসে গাছ কেটে বাসা ধ্বংস করেছে। থাকার জায়গা নেই। কাক অনেক মন খারাপ করল এবং কান্নাকাটি করল, এ দেখে কবুতরের মনে অনেক কষ্ট এবং মায়া হলো। কবুতর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল "থ াক মন খারাপ করোনা, তুমি আমাদের সাথে থাকবে, রাধুনি খুব দয়ালু মানুষ, সে আপত্তি করবেনা।" মনে মনে কাক খুশি হলো কারন সে এটাই চেয়েছিল। রাধুনি কাকটাকে বেশী পছন্দ করল না কিন্তু তার ছোট বন্ধু কবুতর চাইছে তাই সে কিছু বললনা, কাকের জন্যও একটি ঝুড়ি রাখল। কাকের এবার শুধু রান্না করা খাবারের প্রতি নজর কখন খাবে, হঠাৎ একদিন সে ভান করল যে, সে অসুস্থ মাঠে যাবেনা, সবাই চলে যাওয়ার পর সে সুযোগ খুজতে লাগল খাবার চুরি করার জন্য কিন্তু বাবুর্চি থাকায় পারছিল না। এদিকে রাধুনির মনিবের কয়েকজন অতিথি আসায় সে খুবই ব্যস্ত, একসময় সে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে যায়, সেই সুযোগে কাক ঝুড়ি থেকে নেমে আসলো যেখানে আগুনে মাছ ভাজা হচ্ছিল, সে চুলোর কিনারে নামলো, একটুকরো মাছ তুলতে গিয়ে সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, গরম তেলে পরে নিজেই রান্না হয়ে যায়। যখন রাধুনি ফিরে এলো সে বুঝতে পারল এতক্ষনে এখানে কি হলো। সে কবুতরকে বলল "আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই হলো, কাকটির উদ্দেশ্য ভাল ছিলনা। প্রকৃত বন্ধু কখনো কাউকে ঠকায়না। তাই কারোর সাথে বন্ধুত্ব করার আগে সর্তক থাকতে হবে। এমন একজন প্রকৃত বন্ধু হতে হবে যে সর্বদা পাশে থাকে ও বিশ্বস্ত থাকে।

প্রণাম রাণী

লিও আন্তনী চাম্বুগং

প্রণাম জানাই মাগো তোমায়
জানাই শতবার,
তুমি মোদের পথের সহায়
স্বর্গে যাবার।
তুমি মাগো স্বর্গের রানী
ভরে দাও হৃদয় খানি,
যেন মোরা তোমার কৃপায়
নিজেদেরকে সত্যের পথে টানি।
ধন্য তোমার গর্ভের সন্তান
ধন্য তাঁহার কাজ,
তাঁরই আত্মত্যাগেই মোরা
পুণ্য সবে আজ।
তুমি মাগো শান্তির রাণী
মুছে দাও হৃদয়ের গ্লানি,
করিব মোরা পূজা তোমায়
মোদের প্রতি অসীম ভালোবাসার জন্য
তোমাকে প্রণাম জানাই।

আমেরিকার খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসে পোপ মহোদয়ের বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন কার্ডিনাল তাগলে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসের জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মহামান্য কার্ডিনাল লুইস আন্তনীও তাগলে'কে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন, যিনি মঙ্গলবাণী ঘোষণা বিষয়ক ডিকাস্টারির প্রো-প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। জুলাই ১৭-২১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়ানাপলিসে এ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। কংগ্রেস ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ১০ম খ্রিস্টপ্রসাদীয় কংগ্রেসটি হলো ব্যক্তি জীবনকে গভীরভাবে অনুধাবন করার এমন একটি নিমন্ত্রণ যা বিশ্বের কাছে খ্রিস্টের ভালোবাসা সহভাগিতা করতে আমাদেরকে বাইরে নিয়ে যেতে পারে; এই সময়ে যা ভীষণভাবে প্রয়োজন।

প্যাট্রিয়ার্ক ও প্রেসিডেন্টদের উপস্থিতিতে লিসবনে সংলাপ সমাবেশ শুরু

বুধবার ১৫ মে পর্তুগালের লিসবনে 'রূপান্তরমূলক সংলাপ' নামে শুরু হওয়া সমাবেশে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ মিলিত হয়েছেন। সংলাপে কন্সটানটিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক, মক্কার গ্রাণ্ড মসজিদের ইমাম এবং ইউরোপের তিন দেশ প্রধান প্রত্যেকেই ১০ মিনিট করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কিংস্ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুলআজিজ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টাররিলিজিয়াস এণ্ড ইন্টারকালচারাল ডায়ালগ কেন্দ্রের সেক্রেটারী জেনারেল ড. জুহায়ের আলহার্তি জোর দিয়ে বলেন, আজকের পৃথিবীতে 'ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের' পরিস্থিতির কারণে সংলাপ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রিয়ায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ড. হেইনজ ফ্রিসের দার্শনিক কার্ল পপপেরের উদ্ধৃতি 'আমি ঠিক হতে পারি এবং তুমি ভুল হতে পারো, অথবা আমি ভুল হতে পারি এবং তুমি ঠিক হতে পারো; কিন্তু আমরা একসাথে সত্যের দিকে যেতে পারি।' এরপর কন্সটানটিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক ও প্রাচ্যের অর্থডক্স মণ্ডলী প্রধান ১ম বার্থোলোমেয় বক্তব্য রাখেন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপে প্যাট্রিয়ার্কদের দীর্ঘকালীন পথচলা উল্লেখ করে বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সংলাপে জোর দেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে লড়াই একটি আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। পাট্রিয়ার্কের পরপরই মক্কার গ্রাণ্ড মসজিদের ইমাম সালিহ বিন আবদুল্লাহ আল-হুমাইদ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সমাজকে 'চরমপন্থা ও ঘৃণা' মুক্ত করতে হলে সংলাপ অপরিহার্য। ১ম অংশের শেষ বক্তা ছিলেন লিসবনের মেয়র কার্লোস ময়েদাস। বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের লিসবন শহর পরিদর্শনের কথা ব্যক্ত করে মেয়র বলেন, ধর্ম আমাদের জীবনে ইতিবাচকতা নিয়ে আসতে পারে। ৬ দিনের বিশ্ব যুব দিবসের সময়কালে লিসবনের সকলেই হাসিমুখে ছিল।

নারীদের ভূমিকা: যেকোন সময়সীমার আন্তঃমাণ্ডলিক যেকোন সংলাপ অনুষ্ঠানে যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন তারা সহজেই বলতে পারেন এই আলোচনাগুলোতে পুরুষেরাই প্রাধান্য পায়। মোজাম্বিকের রাজনীতিবিদ ও মানবাধিকারকর্মী গ্রেস মাসেল তার আলোচনার তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। আমরা যদি ঐক্য ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চাই তাহলে নারীদেরকে অবশ্যই আলাপ আলোচনায় জড়িত করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে কেনিয়াতে নতুন সংবিধান গৃহীত হবার আগে জাতীয় সংলাপে নারীদের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। নারীদের সাথে যথার্থভাবে সংলাপ করা হয়েছিল বলেই সংবিধানে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতিটি ধারণ করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী নির্বাচিত হয়েছে।

আধ্যাত্মিকতার মৌলিক/প্রধান ভূমিকা: সংলাপ সমাবেশে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপ ফর রেলিজিয়ন ও সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট এর সদস্য খুশবান্দ সিং। তিনি বলেন, সবকিছুই নিজের ভেতর থেকে শুরু হয়। রাজনৈতিক সমাধান, কাঠামোগত আলোচনা, কৌশলগত আলোচনা -এগুলো সবই দরকার। কিন্তু সবার আগে আমাদের নিজেদের ভেতরটা পরিবর্তন করা দরকার। কেননা আধ্যাত্মিক সংগ্রামই হলো জীবনের সর্বোচ্চ শিল্প।

দয়া ও ভালোবাসার মধ্যদিয়ে চাইনিজ কাথলিকেরা বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করছে

চীনের ১ম ও এখনও পর্যন্ত একমাত্র কাথলিক কাউন্সিল সভা হয়েছিল চীনের সাংহাই এ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মে ও জুন মাসে যা Concilium Sinense হিসেবে পরিচিতি। এই কঞ্চিলিয়মের শতবর্ষ উপলক্ষে ২১ মে, রোজ মঙ্গলবার রোমের ভাতিকান সিটিতে অবস্থিত উর্বান ইউনির্ভাসিটি এক কনফারেন্সের আয়োজন করে। সেখানে যারা অংশ নিয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে পোপ মহোদয় এক ভিডিও বার্তা পাঠান যেখানে শতবর্ষ পালনকে বিভিন্ন কারণে মূল্যবান বলে উল্লেখ করেন। উক্ত কাউন্সিলটি চীনে কাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠায় একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। পবিত্র আত্মাই তাদেরকে একত্রিত করেছেন, সম্প্রীতি বাড়তে দিয়েছেন, তাদেরকে এমনপথে পরিচালিত করেছেন যা তারা নিজেরাও কল্পনা করতে পারেনি। এমনকি পবিত্র আত্মার শক্তিতে তারা নিজেদের মধ্যকার বিভ্রান্তি দূর করে প্রতিরোধকে অতিক্রম করতে পেরেছে। তবে সেই সময়ে কাউন্সিলে অংশগ্রহণকারী যারা দূরবর্তী দেশগুলো থেকে এসেছিলেন এবং অনেকেই চীনা বংশোদ্ভূত পুরোহিত ও বিশপদের ডায়োসিসের নেতৃত্ব দেবার ধারণাকে বিরোধিতা করেছিলেন। তথাপি, সিনেন্সে কাউন্সিল চলাকালীন সময়ে তারা রাজি হয়েছিলেন যে, চীনের মণ্ডলী চীনাদের মতই হতে হবে। কেননা মাতৃভাষার মধ্যদিয়েই প্রতিটি সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে খ্রিস্টের মঙ্গলদায়ী পরিত্রাণের বাণী আরো ভালোভাবে পৌঁছতে পারে।

খ্রিস্ট চাইনিজ কাথলিকদের রক্ষা করেন: পোপ ১১শ পিউস কর্তৃক নিযুক্ত চীনে ১ম প্রৈরিতিক প্রতিনিধি আর্চবিশপ চেলসো কনস্তানতিনোর কথা স্মরণ করেন পোপ ফ্রান্সিস। সকল চাইনিজদের জন্য ভালো ফল আনবে তা প্রচার করে আর্চবিশপ কনস্তানতিনোর ভাতিকান ও চীনা মণ্ডলীর মধ্যকার মিলনের বিভিন্ন প্রচেষ্টাগুলো অনুমোদিত হয়। পোপ মহোদয় বলেন, সাংহাই কাউন্সিল কৌশল পরিবর্তন বিষয়ক কোন বিষয় ছিল না কিন্তু মণ্ডলীর প্রকৃতি ও তার প্রেরণকর্মের সাথে সর্বোত্তম সঙ্গতিপূর্ণ পথ অনুসরণ করতেই বলা হয়। অংশগ্রহণকারীরা যিশুর অনুগ্রহের আস্থা রেখেছিল এবং তাদের দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে, যা আজকে বর্তমানের মণ্ডলী করে তুলেছে। চীনে প্রভু ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বাস রক্ষা করে পথ চলতে সহায়তা করছেন। ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বাস হলো সেই কম্পাস যা সাংহাই কাউন্সিলের আগে ও পরে, আজ অবধি পথ দেখিয়ে চলছে।

যিশুর অনুসারীরা শান্তি পছন্দ করে: সিনেন্সে কাউন্সিলের সুফলগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুণ্যপিতা চীনের কাথলিকদের বলেন, রোমের বিশপের সাথে মিলনে থেকে বর্তমান সময়ে পথ চলো। তিনি তাদেরকে দয়া ও ভালোবাসার কাজের মধ্যদিয়ে সাক্ষ্য বহন করতে এবং সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করাপূর্বক সর্বজনীন গৃহ প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। যারা যিশুকে অনুসরণ করে তারা শান্তি পছন্দ করে।

চাইনিজদের আওয়ার লেডী অফ শেশানের প্রতি যে ভক্তি-বিশ্বাস তার প্রশংসা করেন পোপ মহোদয়। সাংহাই এর কাছেই এই তীর্থমন্দির এবং মে মাসের ২৪ তারিখে সেখানে পর্বোৎসব হয়।

বরিশাল ক্যাথিড্রালে বিশ্ব যোগাযোগ দিবস পালন

যোসেফ রুবেন দেউরী: গত ১২ মে, রবিবার বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে বরিশাল বিশপ'স হাউজে পালিত হয় ৫৮তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার প্লাসিড রোজারিও সিএসসি। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। বিশেষ অতিথি ছিলেন চার্চ অব বাংলাদেশের বিশপ সৌরভ ফলিয়া, ফাদার লাজারুস গোমেজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন চার্চের, প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, একাধিক টিভি ও সংবাদপত্রের সাংবাদিকবৃন্দ এবং গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আসন গ্রহণের পরে সারা বিশ্বের শান্তি ও মঙ্গল কামনায় প্রধান অতিথির প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। স্বাগত নৃত্য ও পুষ্পের মাধ্যমে অতিথিদের বরণের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ফাদার প্লাসিড প্রশান্ত রোজারিও সিএসসি। বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের মূলসুরের আলোকে সহভাগিতায় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও বলেন, "প্রতি বছরের ন্যায় পোপ মহোদয় কয়েকটা ছোট শব্দ দিয়ে দিবসটি পালনের মুলভাব দিয়েছেন। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার যুগে হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়। কৃত্তিম বুদ্ধিসম্পন্ন মাধ্যমগুলোর কোন বিবেচনা বোধ নেই, শেখার থেকে তথ্য উপাত্ত পাই আর সেগুলোর যথার্থ বাস্তবায়ন আমাদের মানুষকেই করতে হবে। এজন্য আমাদের হৃদয়ের কথা শুনতে হবে, হৃদয়ের প্রজ্ঞা আবিস্কার করতে হবে। তাই পূর্ণ মানবীয় যোগাযোগের জন্য হৃদয়ের প্রজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।"

এরপর মূলসুরের আলোকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে উপস্থিত সকলে সহভাগিতা করেন। সকলের কথার মধ্যে উঠে আসে, কিভাবে আমরা এই অতি আধুনিকতার যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে সঠিক ব্যবহার করতে পারি, একে-অন্যের সাথে আরো বেশি করে যুক্ত হতে পারি, সম্পর্ক শক্তিশালী, জোরালো করতে পারি, সত্য সংবাদ লেখা, নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো, অভাবী মানুষের কথা হৃদয় দিয়ে শোনা সর্বোপরি সকল স্তরে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পারি। সবশেষে সভাপতির ধন্যবাদ বক্তব্য ও জলযোগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন

জেরম অজয় মুরমু ও স্বর্ণলতা কিস্কু : "শিশুরা মণ্ডলীর ভবিষ্যত। আজকের শিশুদের যত্নের ওপরই নির্ভর করছে আগামীর শিশু কেমন হবে। শিশুদের যত্নে মণ্ডলী, পরিবার ও সমাজের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।" সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপনকালে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ কস্তা এই কথা বলেন।

১৭ মে সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন শিশুদের কলকাকলীতে মুখর ছিল ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণ। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৩৯ জন এনিমেটর এবং ২৮২ জন শিশু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার সাগর কোড়াইয়া ও ধর্মপল্লীর সিস্টারসহ পার্শ্ববর্তী ধর্মপল্লীর ফাদার স্বপন মার্টিন পিউরীফিকেশন ও ফাদার সুজন গমেজ। উল্লেখ্য যে, এবারের শিশুমঙ্গল দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রাম থেকে শিশুরা বিষয়ভিত্তিক দেওয়ালিকা প্রস্তুত করে আনে।

ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। সিস্টার লুসি কস্তা এসসি মূলভাবের ওপর শিশুদের বলেন, "তোমরা আশার বীজ বপন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহূত। তাই তোমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে।" ফাদার সাগর কোড়াইয়া তার বক্তব্যে বলেন, "শিশুদের ভালোমত পড়াশোনা করতে হবে, পিতা-মাতার কথা শুনতে হবে; সর্বোপরি ভালো মানুষ হতে হবে। "ফাদার সুজন গমেজ শিশুদের উৎসাহ প্রদান করে সকলের উদ্দেশ্য এপিজে আব্দুল কালামের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করিয়ে বলেন, "স্বপ্ন সেটা নয় যা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, স্বপ্ন সেটাই যা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। তাই স্বপ্ন দেখতে হবে বড় হওয়ার।"

অতঃপর অংশগ্রহণকারী শিশুদের মাঝে লটারীর মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক গান, নাচ ও নাটক প্রতিযোগিতা এবং এনিমেটর ও শিশুদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কারিতাস ও এআইএস-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: কৃষি তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কাথলিক বিশপদের সামাজিক সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংস্থা কৃষি তথ্য সার্ভিসের (এআইএস) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৪ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজধানীর বিজয় স্মরণীতে থাই চি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুরজিত সাহা রায়। সুনামগঞ্জ জেলার হাওর (জলাভূমি) এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা বহুমুখীকরণ ও জলবায়ু সহনশীল (ইএলএসআরপি) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

কারিতাস বাংলাদেশের ইকলজিক্যাল কনর্জাভেশন এন্ড ফুড সিকিউরিটি সেক্টরের প্রধান ড. আরোক টপ্পর সঞ্চালনায় এই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কারিতাস বাংলাদেশের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) মি. রিমি সুবাস দাশ, পরিচালক (কর্মসূচি) মি. দাউদ জীবন দাশ এবং এআইএস'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপ-জেলার দরিদ্র এবং বিশেষ করে দরিদ্র বাঙালি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধনে ভূমিকা রাখা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৮০টি গ্রামের ৮,০০০ প্রান্তিক এবং দরিদ্র পরিবার বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ, উন্নত স্যানিটেশন এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বলেন, 'আজকের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে যেসব কৃষক যুক্ত আছেন তারা কৃষি তথ্য সার্ভিসের সেবা পাবেন। তারা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা পালন করবেন।'

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক তাদের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করার জন্য কারিতাস বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রান্তিক কৃষকদের তথ্য সেবা দিলে কৃষকরা আরো বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারবেন এবং দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে।

বলদিপুকুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি: গত ১৭ মে, শুক্রবার বলদিপুকুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পিএমএস অফিস সহকারী সিস্টার মারীয়া দাস সিআইসি ও সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই। প্রথমে শিশুদের নিয়ে র‍্যালী করা হয় এবং বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্যদিয়ে গ্রাম হয়ে মিশন প্রাঙ্গনে প্রবেশ করা হয়। টিফিনের পর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন পাল পুরোহিত ফাদার শিলাশ কুজুর এবং তাকে সহায়তা করেন পিএমএস পরিচালক ফাদার জসীম মুর্মু এবং ফাদার আশিষ রুনিয়া। এরপর শিশুদের গঠনমূলক ক্লাশ নেন সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই এবং সিস্টার মারীয়া দাস। পরিশেষে শিশুদের মেধা যাচাই করার জন্য শিশুদের প্রশ্ন করেন এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফাদার জসীম মুর্মু। এরপর অতিথীদের উপহার প্রদান করা হয়। পরিশেষে ফাদার জসীম মুর্মু ও ফাদার সিলাশ কুজুর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত ঘোষণা করেন। দুপুরের আহারের পর শিশুরা বাড়িতে ফিরে যায় ।

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এ অনুষ্ঠিত হলো ডিবেট ফেস্ট ২০২৪

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ডিবেটিং ক্লাব কর্তৃক ১৪ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দুপুর ১২:০০ টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে "ডিবেট ফেস্ট-২০২৪" অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবলিক স্পিকার, অভিনয় শিল্পী, আইনজীবী, সমাজসেবী এবং সফল উদ্যোক্তা জান্নাতুল ফেরদৌস পিয়া। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. ফাদার চার্লস বি, গডন সিএসসি, ট্রেজারার ড. ফাদার আদম এস পেরেরা সিএসসি, রেজিস্ট্রার ড. ফাদার লেনার্ড শংকর রোজারিও সিএসসি, ক্লাব কো-অর্ডিনেটর সিস্টার সাগরিকা মারীয়া গমেজ সিএসসি, অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, স্টাফ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথিবৃন্দ আসন অলংকৃত করেন এবং তাঁদের ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাগত বক্তব্যে ফাদার চার্লস বি গডন সিএসসি বাক স্বাধীনতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। ড. ফাদার আদম এস. পেরেরা সিএসসি বলেন, নটর ডেম কলেজ থেকেই বাংলাদেশে বিতর্কের জন্ম হয়েছে। নটর ডেম কলেজের ৬ষ্ঠ অধ্যক্ষ ফাদার রিচার্ড ডব্লিউ টিম সিএসসির হাত ধরে বাংলাদেশে প্রথম বিতর্ক প্রতিযোগিতার শুরু হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতা আজও সারাদেশে চলমান।

ড. ফাদার লেনার্ড শংকর রোজারিও, সিএসসি বলেন, একজন বিতার্কিকের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো যোগাযোগের সক্ষমতা। এই সক্ষমতা ছাড়া একজন বিতার্কিত সফল হতে পারে না। এরপর শিক্ষার্থীরা বিতর্ক এবং রম্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল জান্নাতুল ফেরদৌস পিয়ার এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে তিনি শিক্ষার্থীদের কিভাবে গড়ে উঠতে হবে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়াও সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন।

ডিবেটিং ক্লাবে অনবদ্য অবদানের জন্য ক্লাবের তৃতীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সব শেষে ক্লাব মডারেটর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মমতাময়ী মায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমরা ভিড়লাম এসে সেই বেদনাবিধুর দিন ২৮ মে, মৃত্যু নদীর তৃতীয় ঘাটে। এ দিনটি আমাদের বড় বেশি ভারাক্রান্ত করে তোলে। মৃত্যু যে চিরন্তন সত্য, এ সত্যকে মেনে নিতে কষ্ট হলেও সত্য, সত্যই। বিশ্বাস করি মাগো, তুমি আমাদের সাথে নিত্যই রয়েছ, তোমার ভালোবাসায় ঘিরে রেখেছ মোদের, তোমার স্মৃতিগুলো আমাদের শক্তি যোগায়, তোমার কষ্ট সহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী জীবন আমাদের পথ চলতে শেখায়, তাই তো সাহস পাই পথ চলতে, তোমার প্রার্থনাশীল জীবনের আদর্শে আমরা সেই আলোর পথে হেঁটে চলেছি আজও।

প্রয়াত অনিতা ডরথী গমেজ

জন্ম: ২৬ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ মে,২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বাঙ্গালহাওলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

বিশ্বাস করি দয়াময় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন ঈশ্বরের পথে চিরদিন বিশ্বস্ত থেকে তাঁরই মহিমা ও প্রশংসা করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ-১০৯/২৪

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

স্মৃতিতে চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল - সতত ও নিরন্তর

ফিরে এলো ১ জুন। সময় বলে তোমার চলে যাবার প্রথম বছর ! কিন্তু তুমি সীমাহীন আকাশে অন্তহীন ও অনন্ত হয়ে আছো। চিরভাস্বর ও উজ্জ্বল-সতত ও নিরন্তর জেগে আছো তুমি আমাদের হৃদমাঝারে। সবার মনের মনিকোঠায় সযতনে রাখা চিরজীবি, অক্ষয় ও অমর স্মৃতি ও আদর্শের স্মৃতিসৌধ তুমি। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা- তোমার শক্তিশালী আশীর্বাদে আমাদের নিত্য ঘিরে রাখো, চালিত ও রক্ষা করো। সুন্দর ও সুরভিত, উদ্ভাসিত ও আলোকিত করো তোমার স্বর্গীয় সুবাস ও প্রভায়। আমরা তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয় উজাড় করা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আশীর্বাদ করো তোমার রেখে যাওয়া বাণীতেই যেন আমরা জয়ী হতে পারি ।

চিরশান্তিতে থাকো তুমি।
---------- তোমার স্নেহ ও আশিষধন্য-পরিবার ----------
গ্রাম : দড়িপাড়া, দড়িপাড়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

প্রয়াত বিমল গিলবার্ট রোজারিও
জন্ম : ১৮ মে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০১ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ-১১০/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ১৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 19
Regd. No. DA-33
❖ 26 May - 01 june, 2024, ১২-১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : jerryprintingccc@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org